চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 August, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সেপ্টেম্বরে লোকসভার বাদল অধিবেশনে ভার্চুয়াল সভা

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.)।। সেপ্টেম্বর মাসে লোকসভার বাদল অধিবেশন বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার। এ ব্যাপারে তৃণমূল-সহ দুতিনটি দলের অবস্থান ও সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে ভার্চুয়াল সভার ব্যবস্থা হচ্ছে।

২৫ মার্চ জনতা কার্ফুর মধ্যে দিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল দেশ জোড়া লকডাউন। তার আগে ২৩ মার্চ তড়িঘড়ি করে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল সংসদের অধিবেশন। এই লকডাউন আর সংক্রমণের জেরে এবারে সংসদে বাদল অধিবেশন বসানো যায়নি সময় মতন। কিন্তু সাংবিধানিক ভাবে দুটি অধিবেশনের মধ্যেকার ব্যবধান ১৮০দিনের বেশি রাখা যায় না। সেই কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্র সরকার উদ্যোগী হয়েছিল সংসদে ফের অধিবেশন চালু করার। তার জেরেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সব কটি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেই এই বিষয়ে কথাবার্তা বলেন জুলাই মাসে।

তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, সেই সময়েই বাংলার শাসক দল তরফে লোকসভায় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন এই করোনাকালে তাঁরা সশরীরে উপস্থিতের মাধ্যমে অধিবেশন চান না। কেন্দ্র সরকার জোর করে এই বিষয়ে কিছু করতে চাইলে তৃণমূলের কেউই অধিবেশনে যোগ দেবে না।

জানা যাচ্ছে সমস্তরকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেপ্টেম্বর মাসেই সংসদে অধিবেশন বসাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভার্চুয়াল সভার দাবি কিছুটা হলেও মেনে নিয়ে এমন ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে কেউ সংক্রমিত না হন আবার সভাও চলতে পারে। এক তো সংসদের উভয় কক্ষের সাংসদদের বসার ব্যবস্থা হবে দূরত্ববিধি মেনে, তার ওপর বসার জন্য দুই কক্ষের চেম্বারের পাশাপাশি ব্যবহৃত হবে গ্যালারিও। শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন দলের সাংসদদের চেম্বার এবং গ্যালারিতে দূরত্ববিধি মেনে বসানো হবে।

অধিবেশন দেখতে বা শুনতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য ১০টি স্ক্রিন বসানো হচ্ছে সংসদ ভবনে। চারটি বড় ডিসপ্লে স্ক্রিন বসানো হবে সাংসদদের চেম্বারে আর ৬টি স্ক্রিন বসবে গ্যালারিতে। একই সঙ্গে রাজ্যসভা ও লোকসভা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঞ্চনার প্রতিবাদে কালো-দিবস পালন করল চাকমা জনগোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৭ আগস্ট।। আজ সোমবার কালো-দিবস পালন করেছে চাকমা জনগোষ্ঠী। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর শ্রীরামপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি মেনে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে ১০ জনের প্রতিনিধিদল কালো-দিবস পালন করেছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি অনিরুদ্র চাকমা। তাঁর কথায়, বঞ্চনার প্রতিবাদে ত্রিপুরায় কালো-দিবস পালন করেছে চাকমা জনগোষ্ঠী।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ৯৮.৫০ শতাংশ অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্যায় ভাবে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদে প্রতি বছর উত্তরপূর্ব ভারতের অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় বসবাসকারী চাকমা জনগোষ্ঠী ১৭ আগস্ট দিনটিকে কালো-দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। ২০১৬ সালের ২৪-২৫ মার্চ গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া-র বাৎসরিক জাতীয় অধিবেশনে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কলকাতা, নয়াদিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু শহরে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রী সহ কর্মজীবী চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ ওই দিনটি পালন করেন।

চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল আজ আগরতলা, কাঞ্চনপুর, কুমারঘাট, মনু, ছৈলেংটা, ছাওমনু, পেঁচারথল, গন্ডাছড়া, নতুন বাজার, শিলাছড়ি এবং বীরচন্দ্রমনুতে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে কালো-দিবস পালন করেছে।

সংগঠনের সভাপতি অনিরুদ্ধ চাকমা বলেন, আমরা দেশভাগের শিকার এবং সে কারণেই চাকমা সম্প্রদায় ১৭ আগস্ট কালো-দিবস পালন করেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও তিনজনের মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে ৬২

আগরতলা, ১৭ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় সোমবার ফের করোনা আক্রান্ত তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬২। এদিকে, আজ ১১৮ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৭,২২২ জন ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫,৪০৪ জন সুস্থ হয়েছেন।

করোনা-র প্রকোপ ত্রিপুরায় মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অসমের পর আক্রান্তের নিরিখে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। অবশ্য সারা দেশেই করোনা-র প্রকোপ বেড়েই চলেছে। ফলে, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংক্রমণের বৃদ্ধি হওয়া। ব্যতিক্রমী বলে মনে হচ্ছে না।

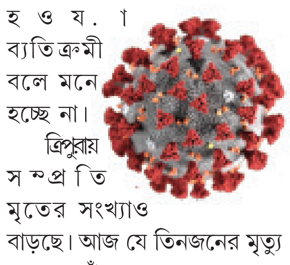

ত্রিপুরায় সম্প্রতি মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। আজ যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজনের বয়স ৪০ বছর বলে জানা গেছে। সম্প্রতি, কম বয়সের মানুষও করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন। কারণ, তাঁরা আগে কোনও না-কোনও রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ফলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা তাঁদের কম হওয়ায় করোনা-র সাথে লড়াই করে জয়ী হওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না।

ওএনজিসি'র বর্জ্য হাওড়া নদীতে, বড়মুড়ায় গিরিবাসীরা ঝুঁকিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ওএনজিসির কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে সাধারণ জনগণের মধ্যে। বড়মুড়ার সালকাবাড়ি এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার জনজাতি অংশের মানুষজন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনার কারণে জটিল সমস্যার সম্মুখিন হয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, সালকাবাড়ি এলাকার জনগণ হাওড়া নদীর জল ব্যবহার করে থাকেন। তারা হাওড়া নদীর জলকে পানীয় জল হিসেবেও ব্যবহার করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল গত কয়েক মাস ধরে ওএনজিসি গ্যাসের পিক পয়েন্ট থেকে বর্জ্য পদার্থগুলি হাওড়া নদীর জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডে ঐ সব এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। হাওড়া নদীতে বর্জ্য পদার্থ ফেলার ফলে ঐ এলাকার জনগণ হাওড়া নদীর জল পানীয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারছেন না। ঘটনাটি এলাকাবাসীর তরফ থেকে বহুবার ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এব্যাপারে কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বর্জ্য পদার্থ হাওড়া নদীতে ফেলার প্রবনতা অব্যাহত রয়েছে। ওএনজিসির এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এলাকার জনগণ বড়মুড়া এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এলাকার জনগণের মধ্যে অবিলম্বে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানান তারা। বেশ কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোদ্ধ থাকার পর খবর পেয়ে অবরোধ স্থলে ছুটে যান জিরানীয়ার এসডিএম, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। প্রশাসনের তরফ থেকে স্পর্ষকাতর এই বিষয়টি ওএনজিসির কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ কারীদের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রশাসনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পাওয়ার পর আপাতত তারা জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ হাওড়া নদীতে বর্জ্য ফেলা বন্ধ না করলে এবং এলাকার জনগণের মধ্যে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি জনগণের কাঁধে বোঝা ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। রাজ্যের বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করলো বিরোধী দল সিপিএম। জনগনের কাঁধে বোঝা চাপিয়ে সরকার অতিরিক্ত মাশুল গুনতে চাইছে বলে অভিযোগ। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগনকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানালেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ। সোমবার রাজধানীর মেলারমাঠে সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব প্রতিবাদ জানিয়ে এর বিরুদ্ধে দল আগামী দিনে আন্দোলন গড়ে তোলবে বলে জানান। আর সেই আন্দোলনে রাজ্যের জনগনকে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গৌতম দাশ এদিন বলেন, করোনা অতিমারীর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাজ নেই, খাদ্য নেই অবস্থায় মানুষের দিন যাপন করতেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই অবস্থায় জনগনের কাঁধে বিদ্যুৎ মাশুল চাপিয়ে দিয়ে সমস্যা আরো বাড়াতে চাইছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। গৌতম দাশ বলেন বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানোর জন্য বিদ্যুৎ নিগমের রেগুলেটরী কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এটা জনস্বার্থ বিরোধী। যারা বিদ্যুৎ ভোক্তা তাদের অবস্থা এমনিতেই খারাপ এই সময়ে। জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে রেগুলেটরী কমিশন আপত্তি জানানো হয়েছে দলের তরফে। গত ১৪ আগষ্ট কমিশনে শুনানী হলে যুক্তি দেখিয়ে তা জানানো হয়। সরকার যেন অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে তার দাবি জানান গৌতম দাশ।

গত বছর রাজ্য সরকার বিদ্যুতের উপর অতিরিক্ত ডিউটি বাড়িয়েছিল। এর পরের বছরই ফের বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত জনবিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক। সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে সিপিএম রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দালন গড়ে তোলবে বলে জানিয়েছেন। আর এতে রাজ্যবাসী সকলকে সামিল হওয়ারও আহ্বান জানান গৌতম দাশ। এদিকে সেন্ট্রাল রোড বিবেকানন্দ মার্কেট ভেঙ্গে আবাসন তৈরীর সিদ্ধান্তেরও বিরোধীতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসা দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতি বছর এই দিনেই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে, এবছর করোনা-র প্রকোপে আড়ম্বর ছাড়াই মা মনসা-কে পূজা করা হচ্ছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও আগরতলায় দুর্গাবাড়িতে মনসা পূজা-র আয়োজন করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে পুরোহিত বলেন, আজ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি। আজকের দিনেই মা মনসা-র আরাধনা করা হয়। বিকেলে আরতি হবে। তারপর কালকে দশমী হওয়ার পর ঘটরাজবাড়িতে চলে যাবে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল কামনায় রাজন্য আমল থেকেই দুর্গাবাড়িতে বিষ হরির পূজা হচ্ছে। এ-বছরও তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মার্কেট ভেঙে আবাসন

বিক্ষোভ আন্দোলনে বামপন্থী যুবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। রাজধানীতে ফের বামেদের আন্দোলনে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগরতলা শহরের কামান চৌমুহনী এলাকায় আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে শারিরিক ভাবে হেনস্থার শিকারও হয়েছেন বাম যুব নেতারা। ঘটনা সোমবার। কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়।

শহরের সেন্ট্রালরোডস্থিত বিবেকানন্দ মার্কেট স্টল ভেঙ্গে রাজ্য সরকার আবাসন গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্প্রতি শিলান্যাসও করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এর বিরুধীতা করেছে সিটু্য সহ বামপন্থী দল ও সংগঠনগুলি। বামেদের অভিযোগ, বেকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান না দিয়ে আবাসন গড়তে চলেছে রাজ্য সরকার। মূলত এর বিরোধীতা করেই সোমবার সকালে কামান চৌমুহনী এলাকায় বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেয় সিটু্য সহ ৩ সংগঠন। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এদিন সকালে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ৩ সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা জড়ো হতেই খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাদের আন্দোলন ভেঙ্গে দেয়। পুলিশের বক্তব্য এই কর্মসূচি করার কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি। আন্দোলন শুরু করতেই পূর্ব থানার পুলিশ সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে দেয়। এক সময় বাম যুব নেতৃত্বের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে পুলিশ। পরে জোরপূর্বক ভাবেই ১১ জন বাম নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দুর্ঘটনা

বাইকে অগ্নিসংযোগ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। দ্রুত গতিতে আসা এক বাইকের ধাক্কায় জনৈকা মহিলা গুরুতর আহত হন। ওই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা বাইক চালককে প্রচন্ড মারধোর করেন। শুধু তাই নয়, বাইকটি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় জনগণ। শনিবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ আগরতলা-মোহনপুর সড়কে ঘোষপাড়া এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইকের ধাক্কায় আরতি গোপ গুরুতর আহত হয়েছেন। বাইক চালক ও দুর্ঘটনায় আহত মহিলাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুঁটে যায়। দমকল বাহিনী ছুঁটে গিয়ে বাইকের আগুন নিভিয়েছে। পরিস্থিতি এখনও থমথমে বলে জানা গেছে।

বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির কিছু বিভাগ পুনর্গঠিত

আগরতলা, ১৭ আগস্ট (হি.স.)।। ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটিতে আরও কয়েকটি বিভাগের পুনর্গঠন করা হয়েছে। সোমবার পার্টির প্রদেশ সভাপতি প্রফেসর ড় মানিক সাহা পাঁচটি বিভাগে পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেছেন। ইতিপূর্বে এ ধরনের আরও চারটি বিভাগের পুর্নগঠন করা হয়েছে।

বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় জানিয়েছেন, আজ প্রদেশ সভাপতির স্বাক্ষরিত নির্দেশিকা অনুযায়ী পার্টির গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিষয়ক কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের তিন প্রবীণ কার্যকর্তাকে। কমিটির সদস্য / সদস্যারা হলেন প্রাক্তন সভাপতি ডা. মনোজকান্তি দেবরায়, স্বপন অধিকারী এবং প্রতিভা নাথ।

তিনি জানান, পার্টির বুদ্ধিজীবী বিভাগে আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন আইনজীবী সম্রাট ঘোষ এবং যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক জওহর সাহাকে। এই বিভাগের প্রভারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্টির প্রদেশ প্রবক্তা নবেন্দু ভট্টাচার্যকে। পার্টির ল অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে তিনজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা আইনজীবী ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস, আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর এবং আইনজীবী অরিন্দম রায়। আগেই এই বিভাগের প্রভারী হিসেবে প্রদেশ সহ-সভাপতি ডা. অশোক সিনহার নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

টিঙ্কুবাবু বলেন, ত্রিপুরার ক্লাব সংক্রান্ত বিষয়ক বিভাগের আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে গৌতম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি জমি চিহ্নিতকরণে ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক তৈরির প্রয়োজন বোধ করছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আগরতলা শহর এলাকা সহ অন্যান্য নগর এলাকাগুলিত অব্যবহৃত সরকারি জমি কাথায় কতটা রয়ছ তা চিহ্নিতকরণর জন্য ল্যাণ্ড ব্যাংক তৈরি করা প্রয়াজন। এই ল্যাণ্ড ব্যাংকর মাধ্য-ম পরিকাঠামাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পর জন্য প্রয়াজনীয় জমি পত অনকটাই সহজতর হব। এক্ষত্র রাজস্ব দপ্তরক প্রয়াজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করত হব। পাশাপাশি দখলক'ত সরকারি অব্যবহৃত জমি পুনরুদ্ধারর কাজ দ্রত সম্পন্ন করত হব। আজ সচিবালয়র ২নং সভাকক্ষ আ-য়াজিত রাজস্ব দপ্তরর পর্যালাচনা বৈঠক একথা বলন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দব। বৈঠক বিলানীয়ায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরর কার্যালয়গুলি কন্দ্রীয়ভাব একই জায়গায় নিয় আসত সরকারি জমি চিহ্নিতকরণর কাজ শুরু করত তিনি রাজস্ব দপ্তরক নির্দশ দন। কন্দ্রীয়ভাব একই জায়গায় অফিসগুলি গড় উঠল জনগণ অতি সহজই সরকারি বিভিন্ন সুবিধা এক জায়গা থক পত সক্ষম হব বল তিনি অভিমত ব্যক্ত করন। মুখ্যমন্ত্রী বনাধিকার আইন জমির পা-া প্রাপকদর জমির অফিসিয়াল ডাটা এন্ট্রি রকর্ড আপডশন এবং জমি চিহ্নিতকরণর কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার ম-ধ্য শষ করত প্রয়াজনীয় সব ধরণর ব্যবস্থা নওয়ার জন্য দপ্তরক পরামর্শ দিয়ছন। তিনি বলন, এই কাজটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্য সম্পন্ন করা গল রাজ্যর জন্য এটি একটি উল্লখযাগ্য সাফল্য বল গণ্য হব। পাশাপাশি তিনি ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার সচিবালয়ে রাজস্ব দপ্তরের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজস্ব মন্ত্রী।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩০৪ ▫ ১৮ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ১ ভাদ্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সংকটে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত

করোনা অতিমারির ফলে দুটি সংকটের মুখোমুখি হইয়াছেন দেশের গরীব এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ। প্রথমটি অসুখ জনিত কারণে প্রাণ সংশয় এবং গণ চিকিৎসা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিস্থিতির সংকট। আর দ্বিতীয়টি হইল জীবন ধারণের সংকট। আয় উপার্জনের রাস্তা দীর্ঘ লকডাউন এর ফলে ক্রমেই সংকুচিত হইয়াছে। ফলে বিগত সাড়ে পাঁচ মাসে দৈন্যতার ছবি আমাদের সামনে উঠিয়া আসিয়াছে। এই লকডাউন জনিত পরিস্থিতির মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা এবং অমানবিক ঘটনা অব্যাহত রহিয়াছে। এই সময়কালের মধ্যে গার্হস্থ্য হিংসা চরম থেকে চরম আকার ধারন করিয়াছে। আয় উপার্জন কমিয়া যাইবার ফলে মানুষ অবসাদগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে। অবসাদগ্রস্ত মানুষের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে। আমাদের রাজ্য এই লকডাউন পরিস্থিতিতে প্রায় প্রতিদিনই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা যেন নতুন এক বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।পুলিশের রেকর্ডবুক খুলিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, রাজ্যে লকডাউন পরিস্থিতিতে অপরাধপ্রবণতা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে যখন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষ যখন ভয়াল সংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন ঠিক সেই সময়েও অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায় নাই। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নারী নির্যাতন ধর্ষণ সহ নানা অঘটন প্রতিনিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে। ইহা যেন এক ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। শিশু এবং নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা যেন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।এইসব নাটকীয় ঘটনা প্রতিহত করিবার জন্য আইন কারণ থাকলেও তাহার সঠিক প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হইতেছে না।নারী নির্যাতন ধর্ষণ এবং গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিহত করিবার জন্য যেসব আইনি সংস্থান রহিয়াছে তাহা সঠিক প্রয়োগ সম্ভব হইলে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হইতো বলিয়া মনে করেন বিভিন্ন সচেতন মহল। তাহাদের সেই ভাবনা এবং বাস্তবের মধ্যে যে ফারাক তৈরি হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য সরকার এবং প্রশাসনের তরফ হইতে তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে না। সমাজ ব্যবস্থা যত উন্নত হইতেছে ততই যেন সমাজে ব্যভিচার বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় এক বিপজ্জনক প্রবণতা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সমাজব্যবস্থা যতই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে সমাজে ব্যভিচার বাড়িয়া চলিতেছে। এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বেড়াজাল হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া সনাতন মানসিকতায় ফিরিয়া আসিতে পারে সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করেন সচেতন মহল। নেশামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সুশৃংখল সমাজব্যবস্থা করিতে হইলে সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিককে নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ যেন ক্রমশ যান্ত্রিক হইয়া উঠিতেছে। আত্মকেন্দ্রিকতা সমাজব্যবস্থাকে গ্রাস করিতেছে। তথাকথিত ছোট পরিবার বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আরো এক নতুন সংকট ডাকিয়া আনিতেছে। পরিবার যত ছোট হইতেছে ততই যেন সভ্যতার সংকট বাড়িতেছে।

করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধ করিবার জন্য সকলকে আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে। ধর্ষণ শ্লীলতাহানি সহ নারীদের উপর নির্যাতন ও বিচার বন্ধ করিবার জন্য একদিকে যেমন আইন ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করিতে হইবে ঠিক তেমনি সমাজ ব্যবস্থাকেও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পরিস্থিতি মোকাবেলা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।এই কথা অনস্বীকার্য যে ,শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়া এইসব বিষয়ে সঠিক সাফল্য মিলিবে না। সমাজব্যবস্থাকে সচেতনতার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে যেভাবে সমাজে কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হইতেছে তাহা সভ্য শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থার লজ্জা। এই লজ্জা ও অপমানজনক অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করিতে হইলে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যতই বিপদজনক হোক না কেন সমাজে অপরাধ প্রবণতা ক্রমশ বাড়িয়া চলিবে। কোন সভ্য শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় এধরনের পরিস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। অতএব সকলকেই আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে সমাজ, দেশ ও রাজ্যের কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটায় তার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে।

দুঃস্থদের খাদ্যসামগ্রী বিলি করে মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করল সন্তানরা

দুর্গাপুর, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : চলছে করোনা আবহ। লকডাউনে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সর্বত্র। লাফিয়ে বাড়ছে কর্মহীনের সংখ্যায়। এই দুর্দিনে দুঃস্থ আদিবাসী মানুষদের খাদ্যসামগ্রী বিলি করে মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করল সন্তানরা। সোমবার এমনই নজিরবীহিন সেবাকাজের দৃষ্টান্ত রাখল কাঁকসা আড়া কালিনগরের দাস পরিবার।

কালিনগর গ্রামের বাসিন্দা ছবি দাস। তাঁর মা

শান্তি দাস (৮০)। বারো দিন আগে পরলোক গমন করেছেন। রবিবার ছিল তাঁর পরলৌকিক ক্রিয়াকর্ম। সোমবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। স্বর্গীয় শান্তিদেবীর দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। সুবোধ দাস, বাবলু দাস, ছবি দাস ও বেবি দাস। বড় মেয়ে ছবি দাসের বাড়ি কালিনগর এলাকায়। তাঁর বাড়িতে শান্তিদেবী থাকতেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর বাড়িতেই মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পরে নিয়মবিধি মেনে চার ভাইবোন পরলৌকিক কাজ ও শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করেন। করোনা পরিস্থিতিতে শ্রদ্ধানুষ্ঠান আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন না করে তাঁরা দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। করোনা আবহে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিদের আমন্ত্রিত না করে এদিন তাঁরা সপরিবারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পালন করতে বড়ডোবা এলাকায় যায়। মা''য়ের আত্মার শান্তি কামনার্থে দুঃস্থ পরিবারের হাতে তুলে দেন খাদ্য সামগ্রী। সোমবার কুলডিহা বড়ডোবা এলাকায় প্রায় দেড়''শ দুঃস্থ পরিবারে খাদ্যসামগ্রী ও মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার বিলি করেন। খাদ্যসামগ্রী ছাড়াও দুঃস্থদের কিছু করে নগদ টাকা তুলে দেন। প্রায় সাড়ে ৪ কুইন্ট্যাল চাল ও আড়াই কুইন্ট্যাল আলু পরিবার পিছু ভাগ করে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক ভাবেই করোনা পরিস্থিতিতে দুঃস্থ পরিবার গুলি খাদ্য সামগ্রী পেয়ে খুশী বড়ডোবা গ্রামের আদিবাসী পরিবারগুলি।

ছবিদেবী বলেন,' করোনা আবহে লকডাউনে অনেক পরিবার সঙ্কটে রয়েছে। মাস কয়েক আগে একবার খাদ্য সামগ্রী বিলি করেছি। এবারও আমরা চার ভাইবোন মিলে মায়ের আত্মার শান্তিকামনায় খাদ্যসামগ্রী দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এদিন।' কালিনগর এলাকার বাসিন্দা অলিক রায় বলেন,' খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শান্তিদেবীর পরিবারের লোকজন। এতে বেশ কিছু দুঃস্থ পরিবার উপকৃত হয়েছে। আগামীদিনে এই রকম বহু মানুষ হয়তো দুঃস্থদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। শান্তিদেবীর ছেলে মেয়েদের এই কাজের জন্য সাধুবাদ।'

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত থানা

কলকাতা,১৭ আগস্ট (হি স): যত দিন যাচ্ছে ততই আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। করোনা আতঙ্কে কাবু শহর। তবে, শহরবাসীকে করোনা মুক্ত রাখতে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে সোমবার জীবাণুমুক্ত করা হল তিলজলা থানা। ইতিমধ্যেই বহু থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। মৃত্যু হয়েছে বহু পুলিশকর্মীর। প্রগতি ময়দান থেকে বউ বাজার থানা, গিরিশ পার্ক, টালা থানা বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। কিন্তু তবুও ভয় না পেয়ে নিজের কাজে অবিচল পুলিশকর্মীরা। শহরবাসীর সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে জনগণকে সচেতন করছে পুলিশ।

সাফল্য মোটেও নয়, রাজস্থানে কংগ্রেসের ব্যর্থতাই

অম্বিকানন্দ সহায়

'রহিমন ধাগা প্রেম কা, মত তোরো চটকায়;
টুটে পে ফির না মিলে, মিলে গাঁঠ পরি যায়।'

রাজস্থানের রাজনৈতিক ফ্রন্টে আদতে কী হচ্ছে, তা বুঝতে হলে আপনাকে শতাব্দী প্রাচীন আব্দুল রহিম খানখানা রচিত এই চমৎকার পংতিটি সর্বাগ্রে বুঝতে হবে। কখনও এক ধাক্কায় প্রেমের সম্পর্ক ভাঙবেন না, যদি একবার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে কখনই সম্পর্ক আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আপনি যখনই দুই প্রান্ত গিঁট বাঁধবেন একটি প্রান্তের গিঁট অবশ্যই দেখা যাবে।

রাজস্থান বিধানসভার ফ্লোরে কংগ্রেসের 'বিজয়' সত্ত্বেও, গিঁট দিয়ে বাঁধা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে

বৃহস্পতিবার রাতে আপনি কী আপনার টিভি পর্দায় এসব দেখেছেন? আশ্চর্যজনকভাবে মাস্ক পরা দু''জন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এবং প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শচিন পাইলট-করমর্দন করে একে অপরকে ''নমস্তে'' জানিয়ে অভিবাদন করেছেন। দু''জনেই দেখাতে ও বোঝাতে চাইছিলেন সমস্ত কিছু তো ঠিক আছে। আসলে মাস্কের আড়ালে দুই নেতার মুখে আদৌ হাসি ছিল কিনা তা কেউ দেখতে পারেননি। নাকি তাঁরা একে অপরের দিকে চুপচাপ দেখছিলেন? কেউ নয়-এমনকি সভাস্থলে উপস্থিত বিধায়করাও নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারবেন না। একটি বিষয় নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে দু''জন নেতার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অস্বাভাবিক ছিল। সর্বোপরি কেউ কী ভুলতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে যা বলেছিলেন, 'সে তো একজন নেতিবাচক, মূল্যহীন ব্যক্তি।' সেই সমস্ত শব্দ হজম করা এখন সত্যিই মুশকিল। যেদিন দলীয় হাইকমান্ড জয়পুরে দু''পক্ষের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেছিল, সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'এই ১৯ জন বিধায়কের পুনরায় প্রবেশ ছাড়াও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারতাম, কিন্তু তাতে আমরা খুশি হতাম না।'

এটা সবার কাছে স্পষ্ট ছিল যে, মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত পরিস্থিতিতে সাহসী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। দুই আর দুইয়ে পাঁচ হতে পারে না, গণিতেও নয় এবং রাজনীতিতেও নয়। গেহলট, শচিন এবং তাঁদের বন্ধু সকলেই নিশ্চিতভাবে একটি বিষয় জানতেন, টিম শচিনের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া গেহলট সরকার স্থির থাকতেই পারবে না। তাহলে মাঝপথেই লড়াই শেষ করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন শচিন? গেহলট এবং তাঁর দিল্লির নেতারা আচমকাই টিম শচিনকে কেন স্বাগত করতে রাজি হয়ে গেল? এই ধাঁধার সহজ উত্তর : ব্যর্থতার রাজনীতি! গেহলট নিজ ক্ষমতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ, ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের অপ্রত্যক্ষ সমর্থন সত্ত্বেও পাইলটরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হন এবং দলীয় হাইকমান্ড মধ্যপ্রদেশের পর অন্য একটি রাজ্যেও দলীয় নেতাদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। সময় প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে এবং অচলাবস্থা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দলের মধ্যে ''পুরানো'' নেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়েছেন। সূত্র মারফত খবর, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শচিন পাইলটের শ্বশুর ফারুক আব্দুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন, যিনি আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

হ্যাঁ, ফারুক আব্দুল্লাহ সাহেবই প্রিয়াঙ্কার কথা মতো শচিনকে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছেন। আর প্রিয়াঙ্কাই ভাই রাহুল গান্ধীর সঙ্গে গেহলটকে যুক্তিসঙ্গত কারণ শোনার জন্য বলেছিলেন। সবাই তাঁর কথা শুনেছেন, কিছু সময়ের জন্য হলেও। এরপর বিধানসভার ফ্লোরে একটি নাটকীয় দৃশ্য দেখা গিয়েছে, গেহলট সরকার সহজেই অ্যাসিড টেস্টে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু, কতদিন এমনটা চলবে? সঠিক উত্তর কারও জানা নেই। এখানেই কবি রহিমের আরও একটি পংতি পুরোপুরি মানিয়ে যাচ্ছে। 'খৈর, খুন, খাঁশি, খুশি, বিদ্বেষ, প্রেম, মদ্য-পান; রহিমন দাবে না দাবে, জানত সকল জাহান।' অর্থাৎ : আপনাদের সমৃদ্ধি, কাশি, শত্রুতা, প্রেম এবং মদ্যপানের মতো বিষয় কারও কাছ থেকে গোপন রাখতে পারবেন না। এবার আপনাদেরই মূল্যায়ন করতে হবে, শচিন এবং গেহলট চিরকালের জন্য বন্ধু হয়ে গিয়েছেন কিনা।

সবগ্রাসী চিনা ড্রাগনের আধিপত্যবাদ

শান্তনু রায়

গালওয়ান আপাত শান্ত হলেও প্যাংগং লেক বা ডেসপ্যাম এলাকায় অনুপ্রবেশ করা অঞ্চল চিনা ফৌজ দখলে অনড় থাকায় লাদাখে চাপা উত্তেজনা রয়েই গেছে।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলে, প্রতিকূল বিশ্বজনমতের পরিপ্রেক্ষিতে এই আপাত রক্ষণাত্মক কৌশল এক কূটনৈতিক চালও হতে পারে—গোপনে নতুন করে অন্য কোনো পয়েন্টে ভারতীয় ভূখণ্ড দখলে প্রস্তুতির জন্যও হতে পারে। অতএব স্নায়ুযুদ্ধে চিন পরাজিত, এজাতীয় আত্মতৃপ্তি না থাকাই শ্রেয় কারণ ১৫ জুন রাতে গালওয়ানের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় দু'পা এগিয়ে এক পা পিছনোর কায়দায় আগ্রাসী চিন ভারতীয় ভূখণ্ড একটু একটু করে গ্রাস করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবত সক্রিয়।

উল্লেখ্য, চিনের সরকারি সংবাদ সংস্থা গ্লোবাল টাইমস-এর ২৫ মে'র সংখ্যায় Icdia shouid eschew westem views of china border pesce শিরোনামে এক প্রতিবেদনে গালওয়ান উপত্যকা চিনা ভূখণ্ডের অর্ন্তভূক্ত দাবি করে বলা হয়েছে — India in recent days has illegally constructed defence facilities across the border into chinese territoy in the Galwan valley region leavig chinese border defence troops on other options but making necessary moves in response and mounting the risk of escalating standoff and conflicts between the tow sides.

কিন্তু গালওয়ানে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরবার চিনের সাম্প্রতিক অতিরিক্ত সামারিক সরঞ্জাম অস্ত্রশস্ত্র সহ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে ১৫ ই জুনের এই আক্রমণ সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত।

হান সাম্রাজ্যবাদের পরস্পরায় চিনের এই আগ্রাসনবাদী ভূমিকা নতুন না হলেও এক ঘটনা প্রমাণ করল যে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে অনেকবার চিনের প্রতি সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও চিনের বারতবৈরিতা ও আগ্রাসন মনোবৃত্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। এও করতে সক্ষম হয় না। ঠিক যেমন জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের চিরকালীন ভারতবৈরিতায় কোনো ছেদ পড়েনি, এদেশের রাষ্ট্রীয় ঔদার্য (দুর্বলতা?) ও রাষ্ট্রপরিচালকদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের বার্তা সত্ত্বেও।

চিন ভারত সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বহু প্রাচীনকাল থেকে বহমান হলেও চিন কেন বারবার এমন আচরণ করছে এ বিচারে দেখা যায় যে প্রায় সমসময়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ দুটির রাষ্ট্রিক সম্পর্কে বিশেষত চিনা বিদেশনীতিতে প্রাচীন সুসম্পর্কের বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি। কারণ এশিয়ার একছত্র আধিপত্যের অভিলাষী স্বৈরাচারী চিনের কাছে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ।

তবু দুর্ভাগ্য যে কিছু 'পণ্ডিত' জনেরা বিভ্রান্তি ছড়াতে অথবা চিন ড্রাগনের আগ্রাসন লঘু করতে এটি প্রতিভাত করতে বদ্ধপরিকর যে ভারত চিন উভয়ই দুটি সম্প্রসারণবাদী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ায় পুরনো আকঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টার কারণে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এরা সরকারের বিরোধিতায় এ ঘটনায়ও 'ভারতের মাটিতে এখনো ন্যাশনালিজমের উত্থানের সম্পর্খ আবিষ্কার করতে ব্যস্ত। অর্থাৎ যেন দু'দেশই আক্রান্ত এবং আগ্রাসী, আক্রমণকারী সমদোষে দুষ্ট। যদিও চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধ বর্তমান সরকারের আমলে সৃষ্ট সমস্যা নয়, এ চলে আসছে সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই। আর এ যাবত ভারতকে যত যুদ্ধ লড়তে হয়েছে সবই আতমরক্ষার্থে, সার্বভৌমত্ব রক্ষায়-কোনো ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে নয়, যুদ্ধে জিতেও ভারত ফিরিয়ে দিয়েছে আক্রমণকারী প্রতিবেশীর জমি, অনেকক্ষেত্রে হারিয়েছে নিজ ভূখণ্ড—কখনো আত্মহত্যাগের উদারতায়। এদেশের রাষ্ট্রীয় মানসিকতায় কখনো স্থান পায়নি আধিপত্যাবাদ বা সম্প্রসাদরণবাদ।

আসলে এই সরকারের আমলে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ওই এলাকায় সড়ক ও পরিকাঠামো নির্মাণ করায় চিনের আগ্রাসী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সুরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সংহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন-পাকিস্তান বাণিজ্য কনিডর ভারতীয় নজরদারিতে চলে আসায় চিনের নতুন করে যে গাত্রদাহ হয়েছে তা অনুমেয়। কথাযই হয়ত ঠিক—পাকিস্তান নয়, চিনই আমাদের প্রধান শত্রু। যুদ্ধ ও বারংবার সীমান্ত সংঘর্ষের পরও, ভারতের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে চিনা নির্ভরশীল করে তোলার বাণিজ্যিক আগ্রাসনের গোপন লক্ষ্যে আটের দশকের চিনা সখ্যতার আহ্বানে সোৎসাহ সাড়ায় ভারতের বিশেষ লাভ হয়নি।

সম্প্রতি প্রকাশিত ক্লাইভ হ্যামিল্টন ও মারেইকে হওলবার্গের বিপুল পরিশ্রমসাধ্য গবেষণার ফসল 'হিডেন হ্যান্ড---এক্সপোজিং হাও দি চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি রিশেপিং দি ওয়ার্ল্ড গ্রন্থে দেখানো হয়েছে হান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা চিন্তা না পসন্দ কিন্তু বিস্ময় জাগে সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সুরক্ষামূলক পদক্ষেপে এখনো ন্যাশনালিজম 'আবিষ্কারে' পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রবণতায়। এও সত্য যে চিনের কমিউনিস্ট সরকারকে ভারতই প্রথমে স্বীকৃতি দেয় এবং নিরাপত্তা পরিষদে চিনের স্থায়ী সদস্যপদের দাবি ভারত আত্মত্যাগ করে সমর্থন করে এবং চিন বলপূর্বক তির্বত দখল করার সময়ও পণ্ডিত নেহরু ভ্রান্তিবিলাসে হিন্দি-চিন ভাই ভাই মনোভাবে অটল ছিলেন। তবু এশিয়ার বড়দাদা হওয়ার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই চিনের ভারত বৈরিতা প্রকাশ পেয়েছে বারংবার বিবিধভাবে। এর পশ্চাতে আছে চল্লিশের দশকের সেই তির্বতের পাঁচ আঙুল তত্ত্বের রূপায়ণের গোপন বাসনাও। চিনের আগ্রাসী ও আধিপত্যাবাদী মনোভাবের জন্যই ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ ১৯৬২ সালে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। কাজেই চিনকে বিশ্বাস করা যায় না। চিনের বাহ্যিক আচরণে হয়ত বিভ্রান্ত হয়েছিলেন পণ্ডিত নেহরুও। এমডিএ আমলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্ণান্ডেজের কিঞ্চিৎ ভিন্নসুর লক্ষ্য করা গেছে।

এমনকী রাষ্ট্রযন্ত্রের মাঝেও গোপন চিনা লবি তৈরির প্রচেষ্টা হয় রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রভাবিত করতে চিনের এবিধ পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিকে বশ করে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করার ঘটনায়। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম নজির হলচিনা রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের বিপন্নতা থেকে সামায়িকভাবে রক্ষা পাওয়া চিনের নতুন ক্রীড়নক দ্ধকনেপালের ওলি সরকার।

এশিয়ার বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিবিধ পন্থায়---আর্থিক ঋণের ফাঁদে কিংবা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে সেখানে সামারিক ঘাঁটি স্থাপন এ পড়শি দেশগুলিকে তাঁবে এনে চিন ভারতবিরোধী লবি করতে সদা সচেষ্ট চিনা বিদেশনীতির অভিমুখ কেবলমাত্র বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের জাতীয় স্বার্থ। উহান লাবরেটরিতে মারণ ব্যাধি করোনা ভাইরাস সৃষ্টি করে বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বাণিজ্যিক আগ্রাসন সম্পান্ন করার অভিযোগ চিনের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য বিশ্বজনমতের দাবি যৌক্তিকতা বিচারে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতটি বিস্মৃত হলে চলবে না।

অন্তত ২০টি প্রকিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আগ্রাসী চিনের সীমাননা বা ভূখণ্ড বা জলপথ নিযে বিরোধ আছে---এমনকী ইদানিং সম্পর্কের বরফগলা রাশিয়া ও আপাতত মিত্র উত্তর কোরিয়ার সঙ্গেও কমিউনিস্ট চিন যুদ্ধে মেনেছিল আরেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ভিয়েতনামের বিরুদ্ধেও।

এ সেই চিনে যেখানে একটু গণতান্ত্রিক আবহের দাবির প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে প্রতিবাদী ছাত্রদের জমায়েতের উপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয় ট্যাঙ্ক। চিনের নিজস্ব গণতন্ত্রের এক সাম্প্রতিক উদাহরণ বোধকরি সেদেশের নোবেলজয়ী কবি লেখক ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী লিউ শাওবোর লিভার ক্যান্সার মৃত্যু সরকারের রোষানলে পড়ে অন্তরীণ অবস্থায় এবং কার্যত বিনা চিকিৎসায়। তাঁর মৃত্যুতে রেডস্টার ওভার চায়না লেখক এডগার স্নো-পত্নী লুইস হুইলার স্নো সুইডারল্যান্ড থেকে নিউইকর্য় টাইমসএ এক পত্রে লিখেছিলেন।

আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিয়ে বিশ্বে একছত্র শক্তি হওয়ার অভিলাষে এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে আগ্রাসীন চিন সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে আন্তর্জাতিক পরিসরে একটু কোণটাসা হয়ে থাকলেও চিকপ্রতিদ্বন্দ্বী ও হু'র এক্সিকিউটিভ বোর্ড ও তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ভারতকে বিব্রত করে চাপে রাখাতে সদাসচেষ্ট। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ব্যাপারে চিনের উপর রুষ্ট্র পশ্চিম রাষ্ট্রগুলি চিনের প্রতি অনাস্থার প্রভাব চিনের বহির্বাণিজ্যে পড়ায় চিনের সঙ্গে সে দেশগুলির আউটসোসিংয়ের যে বিশাল ব্যবসার একাংশ হয়ত হাতছাড়া হতে পারে।

আজ চৈনিক সমাজতন্ত্রের সুমধুর স্লোগানের আড়ালে সেদেশে রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদ কায়েম এবং আজীবন প্রেসিডেন্টের গদিতে আসীন সর্বশক্তিমান শি জিন পিং আর চিনা কমিউনিস্ট পার্ট সমার্থক। কিন্তু অনেকের অনুমান ঘরে বাইরে বর্তমান অস্বস্তিকর অবস্থায় তাঁর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে, যেমন ১৯৬২ -তে মাও দে জং করেছিলেন, এবং একই সঙ্গে করোনা যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ভারতকে বিব্রত করতে এই ধরনের সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটানো হচ্ছে, একথা জেনেও যে এটা ১৯৬২-র ভারত নয়। সম্প্রতি আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক জোরদার হয়েছে অনুমানে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে থাকা চিনের রক্তাচাপ যে বাড়িয়েছে ট্রাম্পের জি-৭ গোষ্ঠীকে বর্ধিত করে ভারতকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব তা গ্লোবাল টাইমসের India plays with fire in spicing expansion of G-7 মন্তব্যে পরিস্ফুট।

দক্ষিণ চিন সাগরে চিনা একাধিপত্য নিয়ে ফিলিপিন্স ও ভিয়েতনামের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন চিন Quadrilateral security Dialogue শক্তিচতুষ্টয়ের সদস্য হিসেবে ভারত আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারত মহাসাগরে সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করায় রুষ্ট্র পারে। ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রকের চিনা সংস্থাকে দেওয়া বরাত বাতিল বা বিদ্যুৎ শিল্পে ও বিএসএনএলকে চিনা যন্ত্রাংশ ব্যবহার বন্ধের কড়া নির্দেশে, এদেশের বন্দরগুলিতে চিনাসামগ্রীর ছাড় পত্র দিতে কড়াকড়িতে, এদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে চিনের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপে এবং চিনালগ্নিতে সতর্ক ভারতের কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় এবং সবশেষে ৫৯টি চিনা অ্যাপ এদেশে নিষিদ্ধ করে ভারতের ডিজিটাল স্ট্রাইক নিঃসন্দেহে চিনের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক না করে এভাবেও হয়ত প্রত্যুত্তর হয় তা অনুমান করা যায় সাম্প্রতিক গ্লোবাল টাইমসে চিনা সামগ্রী বয়কট ও চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধকরণকে কটাক্ষ করে এবং ভারতের পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য মায়াকান্নায়।

যুদ্ধ সাধারণভাবে কাম্য না হলেও শান্তিবিনষ্টকারীর আগ্রাসন রোধের জন্যও যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, কারণ 'দুর্বলেরা কখনো শান্তিস্থাপন করতে পারে না, সাহসীরা পারে। তবে এ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে পরিণত বুদ্ধির বিচক্ষণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চিনের আগ্রাসী আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে চিনা দ্রব্য বর্জন এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও, চিনা নির্ভরতা কাটিয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার এক সদর্থক প্রয়াসের অভিমুখ হতে পারে। ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রকের চিনা সংস্থাকে দেওয়া বরাত বাতিল বা বিদ্যুৎ শিল্পে ও বিএসএনএলকে চিনা যন্ত্রাংশ ব্যবহার বন্ধের কড়া নির্দেশ, এদেশের বন্দরগুলিতে চিনাসামগ্রীর ছাড়পত্র দিতে কড়াকড়িতে, এদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে চিনের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপে এবং চিনালগ্নিতে সতর্ক ভারতের কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় এবং সবশেষে ৫৯ চিনা অ্যাপ এদেশে নিষিদ্ধ করে ভারতের ডিজিটাল স্ট্রাইক নিঃসন্দেহে চিনের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক না করে এভাবেও হয়ত প্রত্যুত্তর হয় তা অনুমান করা যায় সাম্প্রতিক গ্লোবাল টাইমসে চিনা সামগ্রী বয়কট ও চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধকরণকে কটাক্ষ করে এবং ভারতের পাঁচ ট্রিলিয়ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য মায়াকান্নায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় ত্রিপুরা রাজ্য হকার্স ইউনিয়ন এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

ধোনি কি রাজনীতিতে যোগ দেবেন ?

অম্বিকানন্দ সহায়

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : শেক্সপিয়ারের প্রবাদকে প্রকৃত অর্থে সত্য করে তুলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এটা জানার জন্য গবেষণার দরকার নেই। তিনি ধৈর্য, সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমের শক্তি দিয়ে মহানতা অর্জন করেছিলেন এবং প্রতিটি উপায়ে তিনি এখন যে প্রশংসা পাচ্ছেন তা তার প্রাপ্য।বিশ্বাস করুন বা না করুন, এই স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরে তিনি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় আলোচিত ব্যক্তি হয়ে ওঠেন! সন্ধ্যা ৭ টা ২৯ মিনিট নাগাদ সমস্ত নিউজ-টিভি চ্যানেল, অনলাইন পোর্টাল এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ধোনির অবসর নেওয়ার খবর নিয়ে মগ্ন ছিল। রবিবারও চারদিক থেকে প্রশংসা ও শুভেচ্ছার ধারা অব্যাহত ছিল। মাঠের বাইরেও এক অসাধারণ উপলব্ধি অর্জন করেছেন তিনি! আমরা সকলেই জানি যে ধোনি, বা মাহি বলুন, রুপোর চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি তার বাবা-মা, ভাই এবং বোনের সাথে রাঁচির একটি দুটি কামরার বাড়িতে বাস করতেন, যেখানে খেলার সুযোগগুলি খুব ভাল ছিল না।তার চাহিদা পূরণের জন্য, তিনি প্রায় দুই বছর পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরে ভারতীয় রেলপথে টিকিট সংগ্রহকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। সেই দিনগুলিতে তাঁর একটাই বিকল্প ছিল: সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠা এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে ঘাম ঝরানো, লড়াই করা এবং ক্রিকেট খেলা এবং ভুলে যাবেন না যে সেই দিনগুলিতে কেবলমাত্র মহানগরগুলির কেন্দ্রে ক্রিকেটাররা জাতীয় পর্যায় বড় কিছু করতে সক্ষম হতো। যে নিজেকে সাহায্য করে তার প্রতি ভগবানের কৃপা দৃষ্টি বর্ষিত হয়। প্রাথমিক ইচ্ছার কারণে তিনি তার পুরো মনোযোগ ক্রিকেটের দিকে রেখেছিলেন। তিনি জীবনে অনেক উত্থান-পতন দেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জিতেছিলেন। ২০০৩-২০০৪ মৌসুমে ভারত-এ দলের হয়ে নির্বাচিত হয়ে তাঁর প্রথম সাফল্য আসে। সেই সফরে তিনি একের পর এক সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং ততালীন জাতীয় অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।এরপরে যা ঘটেছিল তা ইতিহাস। পরের মরসুমে ধোনিকে ভারতীয় একদিনের দলের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। কঠিন পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৪৫ বলে ১৮৩ রান খেলে তিনি 'সেরা ফিনিশার' এর সম্মান পেয়েছিলেন। ২০ শে এপ্রিল, ২০০৬ পর্যন্ত তিনি রিকি পন্টিংকে পেছনে ফেলে বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে ব্যাটসম্যান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পরে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাস ধোনি যুগ হিসাবে পরিচিত। ক্যাপ্টেন কুলের নেতৃত্বে ভারত তিনটি বড় আইসিসির শিরোপা জিতেছিল- ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি, ২০১১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ট্রফি এবং ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। যদি আমরা ১৫ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারের সময় ধোনির অবিশ্বাস্য কৃতিত্বগুলি এক বাক্যে সংক্ষিপ্ত করতে চাই, তবে তিনি একই কথা বলতে পারেন - তিনি এসেছিলেন, খেলেন এবং জিতেছিলেন। তিনি নিজের চার-ছক্কা, দুর্দান্ত স্টাম্পিং এবং উসাইন বোল্টের মতো উইকেটের মাঝ দিয়ে দুরন্ত গতিতে দৌড়েছিলেন এবং বিশ্বের প্রায় সবকটি স্টেডিয়ামে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি শত শত দর্শনীয় ক্যাচ দিয়ে ক্রিকেট কমেন্টেটর ও দর্শকদের শিহরিত করেছিলেন। এখন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তা অনবদ্য ছিল, তবে এরপরে কী হবে? তিনি কি রাজনীতিতে যোগ দেবেন? কেউ সঠিক উত্তর জানে না কারণ আপনি ধোনির সিদ্ধান্তগুলি অনুমান করতে পারবেন না। সেটা ক্রিকেট হোক বা জীবনের ময়দান। পাকিস্তানের মিসবাহ-উল-হক ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর মন পড়তে ব্যর্থ হন।২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কার নুয়ান কুলাসেকারার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। আপনি ধোনিকে কয়েক বছর ধরে চেনেন, তবে তার মনে কী চলছে সে সম্পর্কে আপনি অগত্যা কিছু জানেন না। ধোনিও একটি ধাঁধার মত- যা আপনি কেবল যদি তাঁর অনুমতি থাকলেই সমাধান করতে পারেন। বিজেপির সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তার টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ধারণা ভাগ করেছেন- 'এম.এস. ধোনি ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন, অন্য কিছু থেকে নয়। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হওয়ার জন্য তার প্রতিভা এবং তিনি ক্রিকেটে যে অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছেন, তা জনজীবনেও দরকার। ২০২৪ সালে তাঁর লোকসভা সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত।' তবে সম্ভবত এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ"ল ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের 'সম্পর্ক ফর সমর্থন' প্রচারের জন্য অমিত শাহ ধোনির সাথে দেখা করা। গতকাল ধোনির অবসর নেওয়ার পর শাহ টুইট করেছিলেন: 'আমি বিশ্বজুড়ে কয়েক লক্ষ ভক্তের মতো, ভারতীয় ক্রিকেটে অনন্য অবদানের জন্য ᵍ এমএসধোনিকে ধন্যবাদ জানাই।' তাঁর শান্ত প্রকৃতি অনেক ম্যাচকে ভারতের পক্ষে পরিণত করেছিল।

তার অধিনায়কত্বের অধীনে ভারত বিভিন্ন ফরম্যাটে দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরেছিল। 'যাই হোক আমাদের কোন চূড়ান্ত পরিণতি ভেবে নেওয়াটা উচিত নয়। ক্যাপ্টেন কুল এর মতন আমাদেরকেও শান্ত থাকতে হবে।

আজ থেকে আরও শিথিল আনলক-৩, গুয়াহাটিতে চলছে সিটিবাস, খুলেছে দোকানপাট

গুয়াহাটি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : কোভিড-১৯-কে নিয়ন্ত্রণে আনতে চলমান আনলক ৩-এর নির্দেশিকায় অসম সরকার বেশ কিছু ক্ষেত্রে শিথিল করেছে। সে অনুযায়ী আজ সোমবার থেকে জনজীবন কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হয়েছে। তবে সপ্তাহের শেষ দুদিন শনি এবং রবিবার যথারীতি লকডাউন অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া নৈশ কার্ফিউয়ের মেয়াদ কমিয়ে রাত ৯.০০টা থেকে ভোর ৫.০০টা পর্যন্ত করা হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, আজ থেকে শুরু হয়েছে আন্তঃজেলা পরিবহণ পরিষেবাও।

সরকারি নির্দেশে আজ অর্থাৎ প্রতি সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকাল ৫.০০টা থেকে থেকে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত রাস্তার দু পাশের দোকানপাট খোলা যাবে। এর আগে একদিন অন্তর এক এক পাশের দোকানপাট খোলার নিয়ম করে দিয়েছিল সরকার। এছাড়া, সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে আন্তঃজেলা যাত্রী পরিবহণের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কোভিড প্রটোকল মেনে ৫০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে আজ থেকে গুয়াহাটিতে সিটিবাস পরিষেবাও শুরু হয়েছে।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কড়া নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। যেমন প্রকাশ্য স্থানে থু থু ফেলা, তামাক জাতীয় দ্রব্য খাওয়া দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে বলে সরকারিভাবে পরিষ্কার জানানো হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক, ক্রীড়া, মনোরঞ্জন, শিক্ষা, ধর্মীয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি মানুষ উপস্থিত বা অংশগ্রহণে অনুমতি দিয়েছে সরকার। এদিকে সিনেমা হল, পার্ক, প্রেক্ষাগৃহ বা মিলনায়তন, সুইমিং পুল, বার ইত্যাদি বন্ধ থাকবে। এছাড়া কন্টেইনমেন্টে জোনে সবধরনের কার্যাবলি বন্ধ থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় কেউ প্রবেশ বা প্রস্থান করতেও পূর্ববৎ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে মুখে মাস্ক পরিধান না করলে সংশ্লিষ্টদের ১০০০ টাকার জরিমানা ভরতে হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছে সরকার।

করোনা রুখতে চারদিনের সম্পূর্ণ লকডাউন আইজলে

আইজল, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : করোনা-র বিস্তার রুখতে চারদিনের সম্পূর্ণ লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে রাজধানী আইজলে। ১৬ আগস্ট থেকে ২১ আগস্ট ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত লকডাউন কার্যকর থাকবে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি দেশে প্রথম করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এর পর থেকে ওই ভাইরাস ক্রমশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। মিজোরাম সহ বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ওই ভাইরাস ছাড়িয়ে পড়েছে। ২৪ মার্চ মিজোরামে প্রথম করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছিল।

মিজোরামে বর্তমানে জোরাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি রয়েছে। ১০০০টি কিট অসম থেকে আনা হয়েছে। এছাড়া, ১০টি ট্রুনেট মেশিন ক্রয়ে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, আইসিএমআর থেকে ৭,৮০০টি রেপিড অ্যান্টি বডি কিট মিলেছে। এদিকে, করোনা-র প্রকোপে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কর্মহীন হয়ে প্রায় ১,৯০০-এর অধিক যুবক-যুবতী রাজ্যে ফিরেছেন। ইতিমধ্যে ৪০ হাজারের অধিক নির্মাণ শ্রমিককে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রাজ্য সরকার।

বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রমের ফেসবুক পেজে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

বারইগ্রাম (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বারইগ্রামে রাধারমণ আশ্রমের ফেসবুক পেজে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। সাত শিশুকৃষ্ণের চমকপ্রদ ফলাফলে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

শিশু ভগবানের আরেক রূপ, তা সবাই মুখে বলেন। কিন্তু বাস্তবে এর সম্পর্ক আছে কি না তা যাচাই করে কেউ দেখেনি কোনও দিন। তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ফেসবুকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া জুগিয়েছে 'বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রম' নামের ফেসবুক পেজ। এই পেজে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপরক্ষ্যে প্রতি বছর কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু এ বছর কোভিড-১৯ অতিমারির জেরে গোটা বিশ্বের মানুষ গৃহবন্দি। শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে খেলাধুলা বিনোদন সবকিছু বন্ধ। এমন এক সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ দিন কাটাচ্ছেন। এর মধ্যে ৯ আগস্ট বারইগ্রাম রাধারমণ আশ্রম ফেসবুক পেজে কৃষ্ণসাজো প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়। মাত্র দুদিনে ভারত বাংলাদেশের প্রায় পাঁচশোর বেশি শিশুকৃষ্ণ এতে আবেদন করে। তবে প্রতিযোগিতার নিয়ম নীতি বিশেষ করে সময়ের প্রতি লক্ষ্য না থাকায় দু শতাধিক প্রতিযোগীকে পেজে স্থান দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৪ আগস্ট বিকেল পর্যন্ত কৃষ্ণের পক্ষে লাইক দিতে গোটা বিশ্ব যেন এক মঞ্চে এসে পড়েন। এমন-কি বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ থেকেও শিশুকৃষ্ণকে সমর্থন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয় ১৪ আগস্ট বিকেলে। ১৫ আগস্ট ফলাফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় প্রতিযোগিতায় প্রথম দুজন, দ্বিতীয় দুজন এবং তৃতীয় তিনজন মিলে মোট সাত জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

যেহেতু ফেসবুক লাইককে ভোটের হিসাব ধরা হয়, সুতরাং লাইকের মোট প্রাপ্তিকে নম্বর ধরে বিচারক মণ্ডলির সুপারিশ মতে সাতজনকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এতে প্রথম বিজয়ী দুজন ঐশানী পাল (করিমগঞ্জ) ও স্নেহাংশ দাস (লাতু, করিমগঞ্জ), দ্বিতীয় দুজন রাগিণী দাস (করিমগঞ্জ) ও সানবিকা দত্ত (নাজিরা, শিবসাগর) এবং তৃতীয় প্রজ্ঞা মিত্র (মালিগাঁও, গুয়াহাটি), সুনেত্রা চক্রবর্তী (বাগবাড়ি, কালিগঞ্জ) ও নিত্যম দাশগুপ্ত (নিভিয়া, করিমগঞ্জ)।

উল্লেখ্য, প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের শিশুরাও অংশ নিয়েছে। ২৮৫ জন প্রতিযোগীকে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার দিয়ে প্রায় এক লক্ষের অধিক মানুষ সমর্থন করেছেন। মাত্র পাঁচ দিনে বিশ্বের নানা দেশের প্রায় পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ ফেসবুকে শিশুকৃষ্ণ দর্শন করেছেন। যা এক রেকর্ড বলে মনে করা হচ্ছে। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আয়োজকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন দেশ বিদেশের কৃষ্ণসাজো অংশগ্রহণকারীদের অভিভাবকরা। গোটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রাধারমণ সেবা সমিতি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল। যাঁরা এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাকে সফল করতে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন, সুমিত দে, সুনয়ন দাস, সঞ্জীব দাস ও ভাগবত রায়। রাধারমণ সেবা সমিতির মুখ্য

ধ্রুপদী সঙ্গীতের দুনিয়ায় নক্ষত্রপতন, প্রয়াত 'পদ্মবিভূষণ' পন্ডিত যশরাজ

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের দুনিয়ায় নক্ষত্রপতন। চলে গেলেন 'পদ্মবিভূষণ' পন্ডিত যশরাজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে মৃত্যু হয়েছেন ৯০ বছরের এই প্রবীণ শিল্পীর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করেছেন কন্যা দুর্গা যশরাজ।

প্রয়াত বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত যশরাজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। পণ্ডিত যশরাজের মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন তাঁর মেয়ে দুর্গা যশরাজ। পণ্ডিত যশরাজের পরিবার সূত্রে খবর, অনেক দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শাস্ত্রীয় সংগীতের জন্যে ভারতে পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রীর মতো একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন "পণ্ডিত জি"। রয়েছে বহু বিদেশি পুরস্কার ও সম্মানও। এই বছর জানুয়ারি মাসেই ৯০ পূর্ণ করেছিলেন পণ্ডিতজি।তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ শিল্পীকূল।

১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে হরিয়ানার হিসারে জন্মগ্রহণ করেন যশরাজ। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার। খুব স্বাভাবিকভাবেই শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় ছোটবেলা থেকেই। বাবা পণ্ডিত মতিরামের কাছেই প্রথম শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম নেন যশরাজ। কিন্তু সেই তালিম পূর্ণ হওয়ার আগেই মাত্র চার বছর বয়সে বাবাকে হারান যশরাজ। তাঁর বড় দাদা, পণ্ডিত প্রতাপ নারায়ণও শাস্ত্রীয় সংগীতের একজন মহান শিল্পী ছিলেন, যাঁর দুই ছেলে যতীন-ললিত পরবর্তীকালে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে বলিউডে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

ছোটবেলার অনেকটা সময় হায়দরাবাদে কাটালেও পরবর্তীতে গুজরাতের সানন্দে যাতায়াত করতেন মেওয়াতি ঘরানার সংগীতের তালিম নেওয়ার জন্য। মহারাজ জয়বন্ত সিং বাঘেলার জন্যও একাধিকবার সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় চলে আসেন পণ্ডিত যশরাজ। রেডিওতে শাস্ত্রীয় সংগীত গাওয়ার তালিম দিতেন তিনি। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে শাস্ত্রীয় সংগীতে তাঁর যা অবদান, তা সত্যিই অনস্বীকার্য। গত বছর মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা পণ্ডিত যশরাজের নামে একটি ছোট গ্রহের নামকরণ করে। ভারতীয় সংগীতের প্রথম শিল্পী হিসেবে এই দুর্লভ সম্মান পান পণ্ডিত যশরাজ। ৯০ বছরের এই ক্ল্যাসিক্যাল গায়কের নামে গ্রহটির নাম দেওয়া হয় "পণ্ডিত যশরাজ (৩০০১২৮)"। এই ছোট গ্রহটিকে ২০০৬-এর ১১ নভেম্বর খুঁজে পাওয়া যায়। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মাঝে একটি গ্রহাণুপুঞ্জে একটি ছোট গ্রহটির অবস্থান। এর আগে তাঁর নামে একখণ্ড চাঁদের নাম রাখা হয়েছিল।

সম্প্রতি অ্যামাজন প্রাইমের "বন্দিশ ব্যান্ডিটস" নামে মিউজিকাল ড্রামার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। অক্ষত পারেখের পোস্ট করা একটি

ছয়ের পাতায়

নিউজিল্যান্ডে পিছিয়ে গেল ভোট

ওয়েলিংটন, ১৭ আগস্ট (হি. স.): করোনা মহামারীর জেরে চার সপ্তাহ পিছিয়ে গেল নিউজিল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচন। সোমবারেই এ কথা জানিয়েছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা অর্দেরেন। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারসাম্য বজায় রাখতে নির্ধারিত সময়ের থেকে চার সপ্তাহ পিছিয়ে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঠিক করা হয়েছে ১৭ অক্টোবর। করোনা থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে বড় ধরণের কোনো বিপদ না থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করার যথেষ্ট সময় পাবে কমিশন। পাশাপাশি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের প্রচারাভিযান পর্যাপ্ত সময় নিয়ে চালাতে পারবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে নির্বাচনে নির্ঘণ্ট ঠিক করা হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর। এখান থেকে চার সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হল। নতুন নির্ঘণ্ট ঠিক হয়েছে ১৭ অক্টোবর। এতে করে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই ৯ সপ্তাহের সময় পাবে প্রচারাভিযানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। প্রশাসনের কাছে আরেকটা পথ খোলা ছিল তা হলো নির্বাচন ২১ নভেম্বর আয়োজন করার। প্রসঙ্গত বিগত ১০২ দিনের মধ্যে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার চারটি নতুন কেস সামনে এসেছে। এর জেরে সে দেশের বৃহত্তম শহর অকল্যান্ড পুরোপুরি লকডাউন এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। করোনা যে আরো বেশ কিছু সময় থাকবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে করোনা সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ১২৭১. ২২ ২২।

ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৫০ হাজার ছাড়াল মৃতের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.): দিন যত যাচ্ছে ভারতে করোনা ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। প্রতিদিন বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। সোমবার কেন্দ্রীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য কল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশজুড়ে ৯৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে ভারতের সব মিলিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৫০ হাজার।সব মিলিয়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৯২১। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৫৭৯৮২ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৪৭৬৬৪। সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭৬৯০০।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১৯১৯৮৪৩। দেশের মধ্যে সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ। মহারাষ্ট্রে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৬৭১৯। তামিলনাড়ুতে সক্রিয় আক্রান্ত ৫৪২১৩। অন্ধ্রপ্রদেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮১৩৮।

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭৬,৮৭৫, সক্রিয় ২১,৪৬৮, মৃত্যু ১৮৯ জনের

গুয়াহাটি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে ১,৩১৭ জনকে নতুন কোভিড আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পজিটিভের হার ৩.২০ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৪৬ শতাংশ। গত কয়েকদিনের তুলনায় এই হার বাড়ায় কিছুটা উদ্বেগে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

বিভাগীয় সূত্রের খবরে প্রকাশ, গতকাল থেকে এই খবর লেখা পর্যন্ত ২০,৩৬৭টি কোভিড টেস্ট হয়েছে। এই টেস্টে নতুন সংক্রমিতদের শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৬,৮৭৫। তবে গতকাল একদিনে ১,৯২৯ জন রোগীর টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় সুস্থ বলে তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে এঁদের ছুটি দেওয়ার পর সুস্থ রোগীর সংখ্যা ৫৫,২১৫-এ পৌঁছেছে। তবে এখনও সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২১,৪৬৮ জন। এদিকে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮৯।

গতকাল যাঁদের নতুন সংক্রমিত চিহ্নিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক কামরূপ মহানগরের ২৩৩, কাছাড়ের ১৬১ এহং ডিব্রুগড় জেলার ১৩৩ জন। এছাড়া রবিবার একদিনে মৃত্যুবরণ করেছেন সাতজন। এই সাতজনকে নিয়ে কোভিডে আক্রান্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮৯ জনে।

নাগাল্যান্ডে ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধ্বসে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০টি পরিবার

কোহিমা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : ভারী বর্ষণে নাগাল্যান্ডের মোকোকচং এলাকায় বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভূমিধ্বসের কারণে জেলাজুড়ে জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। ১৫ আগস্ট এবং গতকাল রাতের বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধ্বস হয়েছে। ফলে অলংমেন ওয়ার্ডে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে কমপক্ষে ৩০টি বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

খবর পেয়ে নাগাল্যান্ডের আবাসন মন্ত্রী টোংপাং ওজুকুম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করেছেন। পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মন্ত্রী। তাছাড়া, রাজ্য সরকারের তরফে অন্যান্য সহায়তা করা হবে বলে আশ্বস্তও করেছেন। মন্ত্রী ওজুকুমের সাথে সফরে ছিলেন মোককচঙের ডেপুটি কমিশনার লিমাওবাং, তেমসুচুবা পুলিশ সুপার বিশাল, এনএসডিএমএ আধিকারিক এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ১,৭০,০০০ বেশি

ওয়াশিংটন, ১৭ আগস্ট (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার ভয়াবহতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। প্রত্যেকদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা। বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজারের বেশি। এই কথা জানিয়েছে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর সিস্টেম সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। করোনায় আক্রান্ত হয়ে সব মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৭০,০১৯।গোটা দেশের মধ্যে সব থেকে খারাপ অবস্থা নিউইয়র্ক এর। সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২৮৪০, তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নিউ জার্সি। সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৯১২। ক্যালিফোর্নিয়ায় এই সংখ্যাটা ১০ হাজারের বেশি।৭ হাজারের বেশি মৃত্যুর নিরিখে এগিয়ে রয়েছে ফ্লোরিডা, ম্যাসাচুসেট, পেনসিলভেনিয়া, ইলিনয়। গোটা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়ে যত জনের মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে কুড়ি শতাংশই হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মার্কিন মুল্লুকে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৪ মিলিয়নের বেশি।

মণিপুর : মাদক পাচারের পুরনো মামলায় বরখাস্ত এসআই, ছিনিয়ে নেওয়া হল সাহসিকতার পুরস্কার

ইমফল, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : মাদক পাচারের পুরনো মামলায় অভিযুক্ত থাকার দরুন মণিপুর পুলিশের এক সাব-ইন্সপেক্টর সাসপেন্ড হয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, সাহসিকতার জন্য তার প্রাপ্য পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে সরকার।

পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ভেইসমায়ুম দেবসন সিংকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অল মণিপুর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন তাঁর বরখাস্তের দাবি জানিয়েছিল। ২০১৩ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ৩ কোটি টাকার মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অথচ তাকে সাহসিকতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে মণিপুর সরকার ওই সাব-ইন্সপেক্টরের পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে সমস্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এদিকে, মণিপুরের আইজিপি (অভ্যন্তরীণ) কে রাধেশ্যাম সিং-এর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি মাদক পাচারের সাথে সাব-ইন্সপেক্টরের জড়িত থাকার ঘটনায় আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে, জানালেন স্বরাষ্ট্র দফতরের যুগ্মসচিব। অন্যদিকে, ওই ঘটনায় গাফিলতির দায়ে ইন্সপেক্টর বি রোশন সিংহ বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। সম্প্রতি, অল মণিপুর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অপরাধের সাথে যুক্ত থাকার দায়ে পুলিশ আধিকারিকদের সাহসিকতার পুরস্কার ছিনিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। বিশেষ করে, মাদক পাচারের সাথে যারা যুক্ত তাদের কোনওভাবে রেহাই দেওয়া উচিত হবে না বলে সরকারের কাছে আপিল জানিয়েছে ছাত্র সংস্থা।

সংসদের এনেক্স ভবনে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.): সংসদের মধ্য দিল্লির এনেক্স ভবনে ভয়াবহ আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন।আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে দমকল। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। দিল্লির দমকল বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এনেক্স ভবনে সোমবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ আগুন লাগে। ভবনের ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া এবং আগুনের লেলিহান শিখা বের হতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দমকলে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। জানা গিয়েছে এনেক্স ভবন এর ছয় নম্বর তলায় আগুন লেগেছিল।হতাহতের এখনো কোনো খবর নেই। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর দমকলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। দমকল বিভাগের অধিকর্তা অতুল গর্গ জানিয়েছেন, আগুন ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রণে করা গিয়েছে।গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। আগুনে ঝলসে গিয়েছে একাধিক আসবাব।

প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ নিয়ে সরব শিবসেনা

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ধেয়ে এল প্রাক্তন জোট সঙ্গী শিবসেনা তরফ থেকে। সোমবার শিবসেনার মুখপত্র সামনায় দাবি করা হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার নব্বই মিনিটের ভাষণ করোনার প্রতিষেধক, দেশের জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশন নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু করোনার জেরে দেশজুড়ে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তা দূর করতে আত্মনির্ভর ভারত কতটা কার্যকর হবে সেইদিকটা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আলোকপাত করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত ১৪ কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। আগামী দিনে এই সংখ্যাটা আরো বৃদ্ধি পাবে। মানুষকে বাড়ীর বাইরে পা রাখতেই হবে। কিন্তু সে বেরিয়ে কি করবে। চাকরি, ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এই সকল দিক যদি আলোকপাত করা হতো, তবে ভালো হতো। ক্ষুদা এবং বেকারত্বের জেরে দুর্ভোগে পড়েছে দেশ।এর থেকে মুক্তির পথ কোথায়।

সিকিমে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৯

গ্যাংটক, ১৭ আগস্ট (হি. স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় পাহাড়ি রাজ্য সিকিমে করোনায় আক্রান্ত ১৯। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৬৭। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৩। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে আটজন ওষুধের কোম্পানিতে কর্মরত। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে একজন আইটিবিপি জওয়ানও রয়েছে এবং আরও তিন জন সম্প্রতি ভিন রাজ্য

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

‘মিশন ইম্পসিবল সেভেন’-এর সেটে আগুন

ধুন্ধুমার অ্যাকশন আর স্টান্টের জন্য জনপ্রিয় ‘মিশন ইম্পসিবল’। এবার এই ছবির সপ্তম কিস্তির শুটিংয়ে স্টান্ট করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটল। এতে ফের আটকে গেল ‘মিশন ইম্পসিবল’ ছবির শুটিং। এমনিতেই করোনায় থেমে ছিল এই ছবির কাজ। এবার শুটিং সেটে আগুন লেগে ক্ষতি হয়ে গেল কোটি টাকার। থমকে দাঁড়াল শুটিংয়ের কাজও।গত মঙ্গলবার অক্সফোর্ডশায়ারে একটি মোটরসাইকেল স্টান্ট করার সময় শুটিং সেটে আগুন লেগে যায়। বেশ ভারী সেট ছিল সেখানে। স্টান্টও ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। স্টান্ট করতে গিয়ে শেষের দিকে এসে মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। এই দুর্ঘটনা বেশ প্রভাব ফেলেছে প্রযোজনাটির ওপর। কারণ, একদিকে আর্থিক ক্ষতি, অন্যদিকে আবার পিছিয়ে গেল ছবির শুটিং। এই সেট সাজাতে ২২ কোটি টাকার ওপরে খরচ হয়েছে বলে জানা গেছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ডেইলি মেইল এ খবর নিশ্চিত করেছে।দুর্ঘটনা ঘটার পর অক্সফোর্ডশায়ারের আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়তে দেখা যায়। শূন্যে মোটরসাইকেল দিয়ে স্টান্ট করার সময় নামতে গিয়ে মোটরসাইকেল বিস্ফোরণ হয়। যদিও ‘মিশন ইম্পসিবল’ ছবিতে নিজের স্টান্ট নিজেই করতে পছন্দ করেন টম ক্রুজ। ওই দিন তিনি শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করেননি। ছয় সপ্তাহ ধরে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তবু সফল হয়নি স্টান্টটি। এটি তাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। যদিও এই দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। অবশেষে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে উদ্ধারকাজ চালান। কিন্তু এই দৃশ্যের জন্য পুনরায় আবার সেট তৈরি করতে একটা বিশাল অঙ্কের টাকা যাবে, এক কথায় বলা যায়।‘মিশন ইম্পসিবল’ ছবির সপ্তম কিস্তির শুটিং শুরু হয় গত মাসে। এর আগে করোনাভাইরাসের জন্য বন্ধ ছিল ছবির শুটিং। ছবির পরিচালক ও লেখক ক্রিস্টোফার ম্যাককুইন অন্তত তিনটি স্টান্ট পরিকল্পনা করেছেন, যা নিয়ে তিনি নিজেও শিহরিত। আর লকডাউনের সময়ে ক্রুজ স্টান্টের অনুশীলন করেন। তার মধ্যে আছে মোটরসাইকেল ও হেলিকপ্টার থেকে স্টান্ট। ২০২১ সালের ১৯ নভেম্বর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা।

চুমু খেতে ভয় পান বিপাশা

দীর্ঘদিন পর আবার পর্দায় ফিরে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত বলিউড অভিনেত্রী বিপাশা বসু। তার ওপর স্বামী করণ সিং গ্রোভারের সঙ্গে জুটি বেঁধে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামলেন এ বাঙালি অভিনেত্রী। ম্যাক্স প্লেয়ার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত থ্রিলারধর্মী ওয়েব সিরিজ ‘ডেঞ্জারাস’কে ঘিরে বিপাশা তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন।
পাশাপাশি এ বলিউড অভিনেত্রী জানিয়েছেন যে পর্দাতে তিনি চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করতে মোটেও স্বাচ্ছন্দ নন। এদিকে তাঁকে আবার আবেদনময়ী চরিত্রে বেশি দেখা যায়।
পর্দায় যখনই বিপাশা আসেন, রীতিমতো ঝড় তোলেন তিনি। খোলামেলা পোশাকেই বেশি দেখা যায় তাঁকে। তবে আজও পর্দাতে চুমু খেতে ভয় পান বিপাশা। তবে স্বামী করণের সঙ্গে অনেক সহজে এ ধরনের দৃশ্যে অভিনয় করতে পারেন। বিপাশা স্পষ্টই জানান যে আপাতত করণের সঙ্গে কোনো ছবিতে তিনি কাজ করতে চান না। কারণ, পরপর কাজ করলে বিপাশার পেশাগত জীবন প্রভাবিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে এ বলিউড নায়িকা বলেন, ‘আমি যখন কাজের মধ্যে থাকি, তখন আমার নিজস্বতার দরকার হয়। আর করণ বিষয়টা ভালো করে জানে। নিজের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কাজ করা অনেক সহজ, কারণ, আমরা একে অপরের মানসিক অবস্থা বুঝে চলতে পারি। পাশাপাশি করণের সঙ্গে চুম্বনের দৃশ্যে অভিনয় করাও অনেক সহজ হয়ে যায়। অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে আমি খুব একটা ভয় পাই না। কারণ, এ ক্ষেত্রে ক্যামেরাকে ধোঁকা দেওয়া যায়। কিন্তু ঘনিষ্ঠ চুমুর দৃশ্যের ক্ষেত্রে মুশকিল হয়।
তবে আমি আর করণ জুটি হিসেবে বারবার পর্দায় আসতে চাই না। এর ফলে আমাদের পেশাগত জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।’‘অ্যালোন’ ছবির মাধ্যমে বিপাশা ও করণ একে অপরের কাছাকাছি আসেন। ২০১৬ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। বিয়ের পর বিপাশা ছবির জগৎ থেকে নিজেকে বেশ কিছুদিন দূরে রেখেছিলেন।
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘অনেকে বলেছেন যে পাঁচ বছর পর আমি অভিনয় জগতে ফিরছি। কিন্তু আমার সে রকম কোনো অনুভূতি হয়নি। আমি তো বিয়ের পর আমার এ বিরতি রীতিমতো উপভোগ করছিলাম। কারণ, মাত্র ১৫ বছর বয়সে আমি কাজ করা শুরু করে দিয়েছিলাম। কম কাজ করিনি। বিরতিটা তো দরকারই ছিল।’ তবে অমিতাভ বচ্চনের কথাতেই আবার কাজে ফিরেছেন বলে জানান বিপাশা। তিনি বলেন, ‘গত বছর দিওয়ালি পার্টিতে বেশ কিছু প্রযোজক ও পরিচালক আমার কাজে ফেরার ব্যাপারে লম্বাচওড়া বক্তব্য রাখেন।
এমনকি বিগ বিও আমাকে কাজে ফেরার কথা বলেন। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আবার আমাকে কাজে ফিরতে হবে।’বিয়ের পর বিপাশা ও করণ একসঙ্গে এ প্রথম পর্দায় এলেন। এর আগে তাঁদের কিছু অ্যাড ফিল্মে দেখা গেছে।

মায়ের স্মরণে অমিতাভের গুলমোহর

মন ভেঙে গিয়েছিল অমিতাভ বচ্চনেরও। যেদিন ঝড়ে ‘প্রতীক্ষা’র বাগানের গুলমোহরগাছটি ভেঙে গিয়েছিল। ওই গুলমোহরগাছটির বয়স ছিল ‘প্রতীক্ষা’র সমান। ৪৪ বছর আগের কথা। ১৯৭৬ সালে সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন যেদিন নিজের বাড়ি ‘প্রতীক্ষা’য় থাকতে শুরু করলেন, সেদিনই ওই গাছটি লাগিয়েছিলেন তিনি। সে কতকাল আগের কথা! অমিতাভও বলিউডের শাহেনশাহ হলেন, ডালপালা মেলে গাছটিও ‘প্রতীক্ষা’র বাগানের সুবিশাল বৃক্ষ হয়ে উঠল। বছরের পর বছর গুলমোহর ঝরে ঝরে পড়ল। তারপর মাথা উঁচু করে আকাশ ছুঁতে চাওয়া গাছটি ঝড়ে ভেঙে গেল।
অমিতাভ বচ্চন গাছ ভালোবাসেন, ভালোবাসেন ফুল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও অমিতাভের নিজের বাগানের যত্ন নিতে ভুল হয় না। তাঁর প্রিয় ফুলগুলোর একটি গুলমোহর। ১২ আগস্ট ছিল অমিতাভ বচ্চনের মা তেজি বচ্চনের জন্মদিন। এদিন মায়ের স্মরণে অমিতাভ বচ্চন প্রতীক্ষার বাগানে একটি গুলমোহরের চারা লাগান। টুইটে সেই ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘প্রতীক্ষায় প্রথম দিনে আমি একটি গুলমোহর লাগিয়েছিলাম। ৪৪ বছরের সেই গুলমোহর ভেঙে পড়ল ঝড়ে। ওই একই জায়গায় আজ মায়ের নামে আরেকটি গুলমোহর লাগালাম।’
অমিতাভের ফুল ভালোবাসার পেছনেও রয়েছেন তাঁর মা। নিজের ব্লগে মাকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করে অমিতাভ লেখেন, ‘আমরা বাড়ি বদলে যেখানেই যাই, মা কিছুদিনের ভেতর সেই বাড়িটাকে বাগানে সাজিয়ে ফেলতেন। সকালবেলা উঠে টাটকা ফুলে ঘর সাজাতেন। রোজ তাঁর সদ্য ফোটা গোলাপ চাই-ই চাই। ফুলের সৌরভে ঘর ম—ম করত। মা গোলাপ খুব ভালোবাসতেন। তবে মা আর আমার দুজনেরই প্রিয় ফুল গুলমোহর, পরিজাত আর রাত কি রানি। মা যখন কলেজে পড়াতেন, তখন মায়ের ছাত্রছাত্রীরা কলেজের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকত। সুন্দর শাড়িতে খোঁপায় গোঁজা ফুলের সুবাসে মাকে করিডর ধরে যেতে দেখবে বলে। মা প্রতিদিন বাগান থেকে ফুল তুলে খোঁপায় দিতেন।’লকডাউনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও নাতনি আরাধ্য বচ্চন। এখন অবশ্য সবাই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

হাতি, ঘোড়া, ক্যাঙারুর সঙ্গে কাটছে নিকোলের দিনকাল

ধীরে ধীরে মহামারিকালের নতুন স্বাভাবিকতায় মানিয়ে নিচ্ছে বিশ্ব। হলিউড তারকা নিকোল কিডম্যানও শুটিংয়ে যাওয়ার সব প্রস্তুতি নিয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি আছেন অস্ট্রেলিয়ায়, সংগীতশিল্পী স্বামী কিথ আরবান, চার সন্তান, বৃদ্ধা মা আর বোনের সঙ্গে চমৎকার কাটছে তাঁর লকডাউন। এবার ৫৩ বছর বয়সী এই অস্কারজয়ী তারকাকে দেখা যাবে ‘নাইন পারফেক্ট স্ট্রেঞ্জার্স’ ছবিতে। ডেইলি মেইল—এর প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।নয়জন অপরিচিত ব্যক্তি বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অজানা গন্তব্যের দিকে পাড়ি দেয়। এই নয়জনকে পরিচালনা করেন মাশা নামের রহস্যময় এক রাশিয়ান নারী। এই মাশা চরিত্রে দেখা দেবেন নিকোল। ছবিটি অস্ট্রেলীয় লেখক লিয়ান মরিয়ার্টির লেখা একই নামের উপন্যাস থেকে বানানো হবে। বইটি ২০১৮ সালের ‘নিউইয়র্ক টাইমস’---এর বেস্টসেলার। নিকোল কিডম্যান ও রিজ উইদারস্পুন অভিনীত ‘বিগ লিটল লাইস’ টিভি শোটিও লিয়ানের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত।
ভোগ---এর ‘সেভেনটি থ্রি কোশ্চেনস’—এর শুটিং হয়েছে নিকোলদের ১১১ একরের ফার্মহাউসে। সেখানে নিকোল তাঁদের নিউ সাউথ ওয়েলসের বাগানবাড়ির নানা রকম প্রাণীর সঙ্গেও পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন দর্শকদের। কী নেই সেখানে! হাতি, ঘোড়া, ক্যাঙারু থেকে শুরু করে আলপাকা (পেরুদেশীয় মেষবিশেষ)সবই আছে সেখানে। আপনজনসহ এসব প্রাণীর সঙ্গে লকডাউনে দারুণ সময় কাটাচ্ছেন বিশ্বের প্রভাবশালী এই নারী। এটিই নাকি নিকোলের সবচেয়ে শান্তির জায়গা। কেন? উত্তরে নিকোল সেখানে বিশুদ্ধতা, বাতাস আর শান্তিএই তিনের উপস্থিতির কথা বলেছেন।

কন্যার বাবা—মা হলেন ক্রিস ও ক্যাথরিন

‘আজ আমাদের জীবনের অন্যতম সেরা দিন। আমাদের প্রথম কন্যাসন্তান জন্ম নিয়েছে। পৃথিবীর আলো এসে আমাদের রাজকন্যার চোখ স্পর্শ করে অভিনন্দন জানিয়েছে।’ হলিউড তারকা ক্রিস প্র্যাট ও তাঁর লেখিকা স্ত্রী ক্যাথরিন শোয়ার্জেনেগার এভাবেই নিজেদের প্রথম সন্তানের জন্মের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। ৩০ বছর বয়সী ক্যাথরিনের ভাই প্যাট্রিক শোয়ার্জেনেগার সদ্য মামা হওয়ায় উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বোন ও দুলাভাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভাগনির জন্য উপহারও পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছে এন্টারটেইনমেন্ট টুডে।
এদিকে ক্যাথরিনের এক কাছের সূত্র পিপল সাময়িকীকে বলেছে, এই জুটি আগেই জানতেন মেয়ে হবে। ক্রিস তো আগে পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন। মেয়ের মুখ দেখার জন্য মুখিয়ে ছিল এই জুটি। মেয়েকে কোলে পেয়ে তাঁদের খুশির কোনো সীমা নেই। প্রথমবার মা হওয়ার আবেগ, অনুভূতি উপভোগ করছেন ক্যাথরিন।
এই সূত্র আরও জানিয়েছে, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে কেউ হাসপাতালে সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চাকে দেখতে যায়নি। তবে বাড়ি ফিরতেই আনর্ল ও মারিয়া শোয়ার্জেনেগার তাঁদের নাতনিকে দেখে এসেছেন। সদ্য মা হওয়া মেয়ে আর নাতনির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা।
গত বছর জুনে অ্যাভেঞ্জার্স: এন্ডগেমখ্যাত তারকা ক্রিস প্র্যাটের সঙ্গে আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগারের মেয়ে ক্যাথরিন শোয়ার্জেনেগার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মন্টেসিটোতে পারিবারিকভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন। এটি ক্যাথরিনের প্রথম বিয়ে হলেও ক্রিস প্র্যাটের দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে প্র্যাটের আনা ফারিসের সঙ্গে আট বছরের সংসার রয়েছে। সেই সংসারে জ্যাক নামের ৭ বছরের একটি ছেলেও আছে ৪১ বছর বয়সী ক্রিসের।

অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারার মাধ্যমে বরাকের জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তুতি আকসা-র

শিলচর (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারার মাধ্যমে বরাক উপত্যকার জনগণকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে। বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের বিকল্প নেই। তাই বরাক উপত্যকার কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার তথা মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার তাগিদে রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে আকসা ছাত্র সংগঠন। কথাগুলো স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বরাক উপত্যকার মানুষের দুর্ভোগ চরম সীমানায় পৌঁছেছে। দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকার প্রতি সরকারি বৈষম্যের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এখানকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। কংগ্রেস কিংবা বিজেপি, সব রাজনৈতিক দলই বরাক উপত্যকার মানুষের সঙ্গে দীর্ঘবছর থেকে চুড়ান্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করে আসছে।

বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল তারা ক্ষমতায় আসলে ডিটেনশন ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দেবে। গুঁড়িয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টো আরও ডিটেনশন ক্যাম্প বাড়ানো হয়েছে। অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারার নামে বরাক উপত্যকার মানুষকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর একটা চক্রান্ত চলছে, মনে করেন প্রদীপ। ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এই ছয় নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে, যাঁরা ১৯৫১ সালের আগে অসমে এসেছেন তাঁরাই একমাত্র নাগরিকত্ব পাবেন। তাঁরাই শুধু চাকরি পাবে, জমিমাটি কিনতে পারবেন। এমন শর্তাবলি সংবলিত ৬ নম্বর ধারা আইনে পরিণত হলে বরাক উপত্যকার মানুষ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বেন।

প্রদীপবাবু মনে করেন, ৬০ শতাংশ মানুষ এই আইনের আওতার বাইরে থাকেবেন। ভারতবর্ষের অসমকে নিয়ে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি হয়েছে, ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি হয়েছে, অসম চুক্তি হয়েছে। তা হলে আবার কী করে অসম চুক্তির ৬ নম্বর ধারাকে পুনর্বিবেচনা করে আইনে পরিণত করার জন্য একটি হাইপাওয়ার কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে, যাঁরা ১৯৫১ সালের আগে ভারতে এসেছেন তাঁরাই একমাত্র সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন। এটা কি করে সম্ভব? প্রশ্ন প্রদীপ দত্তরায়ের। বলেন, যেখানে অসম চুক্তিতে বলা হয়েছিল, যাঁরা ১৯৭১ সালের আগে এসেছেন তাঁরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবেন। এখন আবার বলা হচ্ছে ১৯৫১ সাল? এভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গোটা অসমের বাঙালি এবং সংখ্যালঘু মানুষদের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা চলছে। শুধু তা-ই নয়, বরাক উপত্যকার মানুষের সঙ্গে আগেও বৈষম্য হয়েছে, এখনও চলছে।

বৈষম্য যে চলছে তার অসংখ্য উদাহরণও রয়েছে। প্রথমত মহাসড়ক, এই সড়কের আজ পর্যন্ত কাজ শেষ হচ্ছে না। প্রথমদিকে অজুহাত ছিল বনবিভাগের ছাড়পত্র নিতে হবে। বন বিভাগ ছাড়পত্র দিয়েছে। তার পরও এক ইঞ্চি কাজ হয়নি। একইভাবে পাঁচগ্রাম কাগজ কল বন্ধ হয়ে আছে। নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, পেপার মিল চালু করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা চালু হয়নি। অনেক আগেই বন্ধ হয়েছে রাতাবাড়ির চরগোলা চিনি কল, বদরপুর টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি।

বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অবস্থাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রায় ৫০ বছরের পুরনো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেই কার্ডিওলজিস্ট, নেই নিউরোলজিস্ট। গত পাঁচ বছরে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক বিন্দুও উন্নয়ন হয়নি। এছাড়া বরাক উপত্যকায় চাকরির ক্ষেত্রে হাহাকার চলছে। সাম্প্রতিকালে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রচুর নিযুক্তি হয়েছে। কিন্তু বরাক উপত্যকার ভাগ্যে একটিও চাকরি জুটেনি, বিস্ময় ব্যক্ত করেছেন বক্তা।

এত সবের পরও বরাক উপত্যকার মানুষ কেন অসমের সঙ্গে থাকবেন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। বরাক উপত্যকা দিশপুরের কাছে শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের স্থল। শুধু রাজস্ব যাবে, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু দেওয়া হবে না! এই সরকার আসার পর বরাক উপত্যকায় কত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার হিসাব নেই। উড়ালপুলের স্বপ্ন পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। এখন বরাক উপত্যকার মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

খেদ ব্যক্ত করে প্রদীপ বলেন, বরাক উপত্যকার তিন জেলার বহু মানুষ টেলিফোনে যোগাযোগ করে বলছেন, বরাক উপত্যকার যদি নিজস্ব একটা পরিচয় না থাকে তা হলে এখানকার মানুষকে পুনরুদ্ধার করার কেউ থাকবে না। সর্বশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে, বিপ্লব শর্মা কমিটির রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার পর। রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার পর বিজেপি বা কংগ্রেস দল একটি কথাও বলেনি। কিন্তু বরাক উপত্যকার দুই সাংসদ, ১৫ জন বিধায়ক রয়েছেন। রহস্যজনক কারণে তাঁরাও কেউ কিন্তু এ বিষয় নিয়ে কোনও কথা বলছেন না। ফলে তাঁদেরকে পুনরায় নির্বাচিত করে দিল্লি কিংবা দিশপুর পাঠানোর কী প্রয়োজন?

তাই এই মুহূর্তে বরাক উপত্যকায় একটি পৃথক আঞ্চলিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা এসে গেছে। এ মুহূর্তে বরাক উপত্যকার জন্য একটা পৃথক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনা করে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে বলে বুদ্ধিজীবীদের ধারণা, জানান প্রদীপ দত্তরায়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আকসা যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আন্দোলন করেছিল সেভাবে এ মুহূর্তে একটি জোরদার আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে।তিনি মনে করেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বরাক উপত্যকা থেকে নিজস্ব দশ-বারোজন প্রতিনিধি পাঠানো যদি যায় তা হলে রাজ্য সরকারের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করা যাবে। পাশাপাশি আগামীতে দুই সাংসদও যদি দিল্লিতে পাঠানো হয় তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে। তবে নতুন যে রাজনৈতিক দল গঠন করা হবে সেটা বরাক উপত্যকার হিন্দু-মুসলিম মণিপুরি ডিমাসা সহ আরও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষদের নিয়েই হবে। যেভাবে আকসা আন্দোলনে সবাইকে শামিল করা হয়েছিল ঠিক একই ভাবে এই নতুন আঞ্চলিক দলে সবাইকে শামিল করা হবে, জানান তিনি।

করোনার আবহ কাটিয়ে ওঠার পরই একটা বিশাল সমারোহ করে এই আঞ্চলিক দল গঠন করা হবে বলে জানিয়ে প্রদীপ দত্তরায় সাফ জানিয়েছেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বরাকের ১৫টি আসনে নয়া আঞ্চলিক দল থেকে প্রার্থিত্ব দেওয়া হবে।

সোমবার আগরতলায় সিপিএম সদর কার্যালয়ে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সভাপতি গৌতম দাশ। ছবি- নিজস্ব।

মহামারীর বিপদ ভারতীয়দের কাছে ইতিবাচক সময় হয়েছে, দাবি মুখতার আব্বাস নাকভির

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মুখতার আব্বাস নাকভি আজ বলেছেন, মহামারীর বিপদ ভারতীয়দের কাছে যত্ন, প্রতিশ্রুতি ও আত্মবিশ্বাসের ইতিবাচক সময় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, যা বিশ্ব জুড়ে সমগ্র মানবতার জন্য একটি উদাহরণ তৈরি করেছে। একটি ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, মহামারীর সময় মানুষের জীবনশৈলী ও কর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। মানুষ এখন সমাজের প্রতি সেবা ও দায়বদ্ধতার ব্যাপারে অনেক বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ সহায়তা নিগমের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ এই ক্লিনিকটি নতুন দিল্লির হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

নাকভি এদিন বলেন, সাধারণ মানুষের প্রতিশ্রুতি এবং সরকারের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দরুণ করোনা মহামারীর সময়ে ভারত স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হয়েছে। ভারত কেবল এন-৯৫ মাস্ক, পিপিই কিট, ভেন্টিলেটর ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠেনি, সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশকেও সাহায্য করেছে।

দেশে জানুয়ারির গোড়ায় করোনা নমুনা পরীক্ষাগারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১টি। আজ এই সংখ্যা বেড়ে ১ হাজার ৪০০ হয়েছে। এক সময়ে দৈনিক-ভিত্তিতে দেশে কেবল ৩০০টি করোনা নমুনা পরীক্ষা হ'ত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা দৈনিক ৭ লক্ষে পৌঁছেছে। জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশন শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক ভারতীয়কে একটি অভিনব পরিচিতি সংখ্যা সম্বলিত হেলথ কার্ড দেওয়া হবে। খুব শীঘ্রই এই কর্মসূচি ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলেও নাকভি অভিমত প্রকাশ করেন। নাকভি জানান, বিশ্বের বৃহত্তম 'মোদী কেয়ার' স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিগত ৬ বছরে যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে, সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, বিপুল জনসংখ্যা সত্ত্বেও ভারত করোনা মহামারী দমনে সাফল্য পেয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে বলে উল্লেখ করে নাকভি বলেন, দেশে এইমস— এর ধাঁচে ২২টি নতুন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং ১৫৭টি মেডিকেল কলেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। গত ৫ বছরে এমবিবিএস এবং এমডি আসন সংখ্যা ৪৫ হাজারেরও বেশি বাড়ানো হয়েছে। করোনার সময়ে সরকার ৮০ কোটিরও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করেছে। দুস্থ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা জমা করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলেই করোনা সঙ্কট মানুষের কাছে বিপর্যয়ে পরিণত হয়নি।

নাকভি জানান, তাঁর মন্ত্রকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ৫০০-রও বেশি স্বাস্থ্য সহায়কদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। আরও ২ হাজার স্বাস্থ্য সহায়ককে এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। করোনার সময়ে সংশ্লিষ্ট সবপক্ষকে সাহায্য করার জন্য দেশের ১৬টি হজ হাউসকে করোনা আক্রান্ত রোগীদের কোয়ারেন্টাইনের জন্য রাজ্য সরকারগুলির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রকের অধীন জাতীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও অর্থ সহায়তা নিগমের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে আজ যে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকটি দিল্লির হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষের কাছে সর্বাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। ভ্রাম্যমাণ এই ক্লিনিকটিতে এমার্জেন্সি মাল্টি প্যারা মনিটর, অক্সিজেন ফেসিলিটি এবং স্বয়ংক্রিয় স্টেচার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সঙ্কটজনক রোগীর জীবন বাঁচাতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকে। ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকটির সূচনা অনুষ্ঠানে দিল্লির আর্চ বিশপ রেভারেন্ট অনীল কুটো, মন্ত্রকের সচিব শ্রী পি কে দাস, হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের নির্দেশক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এখনও সঙ্কটজনক প্রণব মুখোপাধ্যায়, আছেন ভেন্টিলেশন সাপোর্টেই

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। এখনও ভেন্টিলেশন সাপোর্টেই আছেন তিনি। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে আর্মি রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসপাতাল।

রবিবার প্রণব-পুত্র অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, চিকিতায় সাড়া দিচ্ছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। অর্থাতআশার আলো দেখা গিয়েছে অভিজিতবাবুর কথায়। সোমবার আর্মি রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসপাতাল জানাল, তাঁর শারীরিক অবস্থা এখনও স্থিতিশীল। এ দিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতি জারি করে জানায়, এখন সঙ্কটমুক্ত নন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিগুলি স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ভেন্টিলেশনেই তাঁকে রাখা হয়েছে। চিকিতকদের গভীর পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে হাসপাতাল তরফে।

গতকাল সকাল দশটা নাগাদ টুইট করে তাঁর ছেলে তথা জঙ্গিপুরের প্রাক্তন সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'গত রাতে হাসাপাতালে বাবাকে দেখে এসেছি। ভগবানের আশীর্বাদ ও আপনাদের সকলের শুভ কামনায় বাবা আগের থেকে ভাল আছেন। তিনি চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। শীঘ্রই তিনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।'

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট রাজাজি মার্গের বাড়িতে মাথায় চোট পেয়েছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়। তারপর তাঁর অস্ত্রোপচার হয় সেনা হাসপাতালে। আর জ্ঞান ফেরেনি। আসে কোভিড পজেটিভ রিপোর্ট। চিন্তা বাড়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে।

সেনা অফিসারের নাম করে অনলাইনে প্রতারণা যাদবপুরে

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : সেনা অফিসারের নাম করে অনলাইনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর ঘটনা ঘটল এবার দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে।

অনলাইনে বিভিন্ন গ্রাহকদের ব্যাঙ্কের গোপন তথ্য জেনে নিয়ে টাকা হারানোর ঘটনা আগেও ঘটেছে।তবে আর পাঁচটা অনলাইনে ব্যাঙ্ক প্রতারণার থেকে এই ঘটনা একটু আলাদা। তার কারণ, প্রতারকদের পাঠানো ডিজিটাল বারকোড স্ক্যান করার পরেই প্রতারিতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা খোয়ানোর ঘটনা নজিরবিহীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদবপুরের বিক্রমগড়ের বাসিন্দা চিত্রদীপ চক্রবর্তী নামে এক যুবক তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৭০ হাজার টাকা খুইয়েছেন এই বারকোড স্ক্যান করে।

জানা গিয়েছে চিত্রদীপের এক বন্ধু যাদবপুরে একটি মিষ্টির দোকানের মালিক। সেই দোকান মালিককেই প্রতারকরা প্রথম টার্গেট করেছিল। প্রতারকদের তরফে ১৪ আগস্ট মিষ্টির দোকানের মালিককে ফোন করে ২০০ কিলো মিষ্টির অর্ডার দেওয়া হয়। বলা হয় দমদমের সেনা শিবিরে ওই মিষ্টির ডেলিভারি লাগবে। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে দোকানের সেই মালিককে বলা হয় মিষ্টির দাম বাবদ ৭০ হাজার টাকা অনলাইনে পাঠানো হবে। কিন্তু দোকানের মালিকের অ্যাকাউন্ট অনলাইনে নথিভুক্ত না থাকায় তিনি যোগাযোগ করেন তাঁর বন্ধু চিত্রদীপের সঙ্গে।

এরপর চিত্রদীপ অনলাইনে টাকা লেনদেন করতে গেলে প্রতারকরা তাঁকে একটি ডিজিটাল বারকোড স্ক্যান করার জন্য পাঠায়। চিত্রদীপ সেই ডিজিটাল বারকোড স্ক্যান করতেই ধাপে ধাপে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। প্রথমটা এই ঘটনায় হকচকিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত চিত্রদীপ যাদবপুর থানায় গোটা ঘটনাটি জানান। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে যাদবপুর থানার পাশাপাশি অ্যান্টি ব্যাঙ্ক ফ্রড শাখাও ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আরজি বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট, সেপ্টেম্বরেই নিট ও জয়েন্ট

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : করোনা অতিমারীর আবহে স্থগিত হচ্ছে না জয়েন্ট এন্ট্রান্স (মেইন) এবং ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি অ্যান্ড এন্ট্রান্স টেস্ট (নিট)। এই পরীক্ষা স্থগিত রাখার আবেদন সোমবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

ইতিমধ্যে এই পরীক্ষার দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা হওয়ার কথা। অতিমারীর আবহে পরীক্ষা আরও পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিভাবকদের একাংশ। কিন্তু সেই আরজি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।

চলতি জুলাইয়ের শেষের দিকে পরীক্ষাগুলি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা আবহে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। এরপরই তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্ট-এর মেনস পরীক্ষা হবে ১-৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আর জেইই অ্যাডভান্স-এর পরীক্ষা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা 'নিট' হবে ১৩ সেপ্টেম্বর।

করোনা সংক্রমণের আশঙ্কার কথা মাথায় রেখেই এই পরীক্ষাগুলি পিছিয়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে দিন কয়েক আগে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করেছিলেন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী। তাঁদের পরামর্শ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলে খবর।

দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, পরীক্ষা পিছনো হবে না। নির্ধারিত সময়সূচী মেনেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়েছে, মহামারীর জন্য জীবন থমকে থাকবে না। এই পরিস্থিতিতে এমনিতেই ছাত্রছাত্রীদের অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে তাদের আরও একটা বছর নষ্ট হবে। সেদিকটা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

করোনা কালে অঙ্গদান কলকাতায়, ব্রেন ডেথ হওয়া যুবকের অঙ্গে বাঁচবে একাধিক রোগী

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : করোনার আবহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে এবার নজির গড়ল কলকাতার হাসপাতাল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তিনটি হাসপাতালে চলছে প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া। গ্রহীতাদের সুস্থ করে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোটাই এখন চ্যালেঞ্জ চিকিৎসকদের কাছে। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া বাসিন্দা সংগ্রাম ভট্টাচার্য নামে এক যুবক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভরতি করা হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু অবস্থার কোনও উন্নতিই হয়নি তাঁর। রবিবার স্বাস্থ্যভবনের নির্দিষ্ট কমিটি পরীক্ষা করে জানান যে, ওই যুবকের মস্তিষ্কের মৃত্যু হয়েছে। এরপরই সংগ্রামের অঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার।

করোনার কারণে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকলেও সেসবকে উপেক্ষা করে গ্রহীতার খোঁজ শুরু করে হাসপাতাল। রাতেই লিভার প্রয়োজন, এমন এক আগরতলার বাসিন্দাকে বিমানে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। সংগ্রামের একটি কিডনি দেওয়া হচ্ছে হাওড়ার লিলুয়ার বাসিন্দা এক যুবককে। আরেকটি পাঠানো হচ্ছে এসএসকেএমে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মৃত যুবকের চোখ ও হৃদযন্ত্র দেওয়া হয়েছে বাইপাস সংলগ্ন অপর এক বেসরকারি হাসপাতালের এক রোগীকে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই অ্যাপোলো ও আরএনটেগোরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, এসএসকেএমের স্কিন ব্যাংকে রাখা হচ্ছে ওই যুবকের ত্বক।

একদিনে সর্বাধিক ৫৭,৫৮৪ জন করোনা মুক্ত ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ভারতে করোনায় সুস্থতার দিক থেকে দৈনিক সংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আজ দেশে এ যাবৎ একদিনেই সর্বাধিক ৫৭ হাজার ৫৮৪ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী আরোগ্য লাভ করেছেন।

সোমবার সূত্র মারফত জানা গেছে, সুস্থতার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে সুস্থতার হার বেড়ে ৭২ শতাংশের মাইল ফলক ছুঁয়েছে। সংক্রমণ প্রতিরোধে উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ, নমুনা পরীক্ষায় আগ্রাসী নীতি এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থতার হারে এই সাফল্য। কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা কৌশল গ্রহণের ফলে সুস্থতার হারে ইতিবাচক পরিণাম পাওয়া যাচ্ছে।

সূত্রের খবর, অধিক সংখ্যায় আরোগ্য লাভের হার বৃদ্ধি পাওয়া এবং হাসপাতাল থেকে আরোগ্য লাভের পর রোগীদের ছাড়া পাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ দেশে করোনায় সুস্থতার সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষে পৌঁছেছে। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৪২ জন। এর ফলে, সুস্থতা ও আক্রান্তের সংখ্যার মধ্যে ফারাক ১২ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৪২ —এ পৌঁছেছে।

দেশে নিশ্চিতভাবে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা আজ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯০০। এই সংখ্যা মোট আক্রান্তের সংখ্যার তুলনায় ২৫.৫৭ শতাংশ। এদিকে সুস্থতার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া এবং আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার দরুণ করোনায় মৃত্যু হার আরও কমে ১.৯২ শতাংশ হয়েছে।

বেহাল রাস্তায় সড়ক যন্ত্রণা হয়ে উঠছে নরক যন্ত্রণা

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : প্রত্যেকবারের মতো এবারের বর্ষাতেও রেহাই মিলল না বেহাল সড়কের দুর্ভোগ থেকে। কলকাতা থেকে জেলা -- দেখা গেল সেই করুণ ছবিটাই। গর্ত, খানা-খন্দ, উঠে যাওয়া পিচের আস্তরণে বিভিন্ন রাস্তা হয়ে রয়েছে মৃত্যুফাঁদ। দুর্ভোগে নিত্যযাত্রীরা। প্রশ্ন উঠেছে সড়ক যন্ত্রণা, নাকি নরক যন্ত্রণা?

রাসবিহারীতে ট্রামলাইনের পাশে রাস্তায়, টেগোর পার্কে লকডাউনের আগে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল। লকডাউন থেকে আনলক-১, আনলক-১ থেকে আনলক-২ শুরু গেলেও, কাজ এখনও শুরুই হয়নি। বেকবাগানে এজেসি বোস রোড, টালিগঞ্জ ফাঁড়ি, বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, মহেশতলা হাইড রোড, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, বৈষ্ণবঘাটা স্ট্রিট, বেলগাছিয়া রোড রাস্তার বেহাল দশা চোখে পড়েছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে।

করোনা আবহে পুরভোট কবে হবে কেউ জানে না। কলকাতা সহ বিভিন্ন পুরসভার দায়িত্ব সামলাচ্ছে প্রশাসকমণ্ডলী। পর্যবেক্ষকদের অনেকে বলছেন, আমাদের রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো কাজগুলো অনেক অংশেই ভোটমুখী। তাই রাস্তা সারাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রশাসনিক ঢিলেমি রয়ে যাচ্ছে। বিরোধীরা স্বাভাবিকভাবেই সরকার ও পুরসভার ওপর পুরো অব্যবস্থার দায় চাপিয়েছে। যদিও পুরসভার বক্তব্য, কোভিড পরিস্থিতিতে রাস্তা সারাই অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, বর্ষা থামলেই পুরোদমে রাস্তা সারাইয়ের কাজ শুরু হবে।

কামালগাজি থেকে গড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার নেতাজি সুভাষ রোডের বহু অংশেই ধরা পড়েছে কঙ্কালসার চেহারাটা। জোড়াতালি দিয়ে কোথাও কোথাও মেরামতের চেষ্টা হলে, লাভ তাতে কিছুই হয়নি। দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই প্রতিদিন এই রাস্তা ধরে যাতায়াত করছেন বহু মানুষ। এই খানাখন্দে পড়ে গাড়ি, অটো বা বাইক বিকল হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু জীবিকার তাগিদে মানুষকে এমন বেহাল সড়ক ধরেই

ছয়ের পাতায়

প্রয়াত পরিচালক নিশিকান্ত কামাত

হায়দরাবাদ, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন পরিচালক নিশিকান্ত কামাত। সোমবার বিকাল ৪.২৪ মিনিটে হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে পরিচালকের। মাত্র ৫০ বছর বয়সে লিভার সিরোসিসে মৃত্যু হয় দৃশ্যম খ্যাত পরিচালকের। তাঁর মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করেছেন দীর্ঘদিনের বন্ধু অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ।

লিভার সিরোসিসের সমস্যায় বহুদিন ধরেই ভুগছিলেন দৃশ্যম খ্যাত পরিচালক নিশিকান্ত কামাত। অতীতের সেই সমস্যাই চাগাড় দিয়ে উঠায় গত কয়েকদিন ধরে ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে।অবশেষে সোমবার থেমে গেল সব লড়াই। হায়দরাবাদের এআইজি হাসপাতালের তরফে জানানো হয় লিভার সিরোসিরের সমস্যার জেরে বিকাল ৪.২৪ মিনিটে মৃত্যু হয়েছে পরিচালক নিশিকান্ত কামাতের। ৫০ বছর বয়সী পরিচালক নিশিকান্ত কামাতের মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করেছেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু, তথা লাই ভরি ছবির লিড হিরো রীতেশ দেশমুখ। তাঁর মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছায়া।

মরাঠি ছবি ডম্বিভালি ফাস্টের সঙ্গে ২০০৫ সালে পরিচালক হিসাবে কাজ করা শুরু করেন নিশিকান্ত। প্রথম ছবিতে ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি এসেছিল জাতীয় স্বীকৃতি। ২০০৬ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসরে সেরা মরাঠি ছবির পুরস্কার পেয়েছিল এই ছবি। প্রায় এক দশক পর নিশিকান্ত কামাত জাতীয় স্তরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন তাঁর মালায়লম ছবির হিন্দি রিমেক দৃশ্যমের জন্য। যে সাইকোজলিক্যাল থ্রিলারে লিড রোলে দেখা মিলেছিল অজয় দেবগণ ও তাবুর। এছাড়াও ইরফান খান অভিনীত মদারি, জন আব্রাহামের ফোর্স, এবং বহুল প্রশংসিত ছবি মুম্বই মেরি জানের পরিচালক নিশিকান্ত কামাত। পরিচালকের পাশাপাশি একজন সুদক্ষ অভিনেতা নিশিকান্ত কামাত। সাচেত আচ ঘারাত, রকি হ্যান্ডসম,ভাবেশ যোশি সুপারহিরো,ফুগে এবং জুলি-২"তে অভিনয় করেছেন নিশিকান্ত কামাত।

উপাচার্য পরিষদের কাজে প্রবল ক্ষোভ জানিয়ে জগদীপ ধনকরের চিঠি

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : উপাচার্য পরিষদের তাদের কাজ ও মনোভাব নিয়ে প্রবল ক্ষোভ জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। পদাধিকারবলে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও।

সোমবার তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল ভাইস চ্যান্সেলর্স কাউন্সিল অর্থাৎ উপাচার্য পরিষদের সভাপতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে লিখিতভাবে এই ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। এই সঙ্গে ফের উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহও প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত কয়েক মাসে রাজ্যপাল উপাচার্যদের সঙ্গে সভা ডাকা সত্ত্বেও উপাচার্যরা সাড়া দেননি। এই ব্যাপারে বারবার প্রকাশ্যেই ক্ষোভ দেখিয়েছেন রাজ্যপাল। বিষয়টি গড়িয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত।

ধনকর পরিষদ-সভাপতিকে চিঠিতে লিখেছেন, আপনাদের চারটি বৈঠক হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি, কোনও বৈঠকে আমার যে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার, তা দেওয়া হয়নি। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমার দেওয়া নির্দেশের প্রেক্ষিতে পরিষদের বিভিন্ন নথিতে আমার সম্পর্কে যেসব বলা হয়েছে তা একদিকে যেমন অবাস্তব। তেমনই তাতে শিষ্টাচারের অভাব রয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, উপাচার্যকে আমার দেওয়া নির্দেশ আপনাকে এবং অন্য উপাচার্যদেরও জানিয়েছিলাম। কিন্তু তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

রাজ্যপাল লিখেছেন,

ছয়ের পাতায়

বুদবুদের রনডিহায় শিশু খুনে ধৃত জ্যাঠাতুতো দাদার পুলিশ হেফাজত

দুর্গাপুর, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : বুদবুদের রনডিহায় শিশু খুনে মুল অভিযুক্তকে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। তবে কি কারনে খুন, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার ও এলাকাবাসী।

উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট বুদবুদের রনডিহায় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় সানি বাগদী নামে এক বছর সাতেকের শিশু। খবর চাউর হতেই পরিবারের লোকজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা আশপাশের পুকুরে তল্লাশীও করে। কিন্তু কোথাও হদিশ না মেলায় শেষপর্যন্ত পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে। তারপর ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে শিশুটির জ্যাঠাতুতো দাদা নিলু বাগদীকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই শিশুটির উধাও রহস্য প্রকাশ্যে আসে। পরদিন অর্থাৎ রবিবার বাড়ি থেকে প্রায় দু''শো মিটার দুরে বস্তাবন্দী মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এদিকে পুলিশ নিলু বাগদী ও তার বাবা-মাকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করে। প্রশ্ন ওঠে, নিলু বাগদী কে? নিলু বাগদী একসময় গলসী কলেজের এক অধ্যাপকের গাড়ী চালাত। ওই সময় চুরির ঘটনায় ধরা পড়ে। তারপর কাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাড়ীতে ছিল। গ্রামে জুয়া ও মদের নেশায় আসক্ত হয়। একাধিক ছাগল চুরির ঘটনায় ধরা পড়ে। এমনকি তার নিজের পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। অত্যাচারে তার স্ত্রী মাস ছয়েক আগে বাপের বাড়ি চলে যায়। সোমবার রনডিহা গ্রাম ছিল থমথমে। গোটা গ্রামে শোকের ছায়া। পরিবারের সঙ্গে গ্রামবাসীদের একটা দাবী, অভিযুক্তদের শাস্তি।

স্থানীয় বিজেপি নেতা তপন বাগদী জানান,' যেভাবে একজন নিষ্পাপ শিশুকে নির্মম ভাবে খুন করেছে। ঘটনায় জড়িতদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবী করছি।' স্থানীয় চাকতেঁতুল প্রধান অশোক ভট্টাচার্য জানান,' নিরিহ শিশু। এমন নৃশংসভাবে খুন করছে, ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করছি।' সোমবার ধৃত নিলু বাগদী, নিলুর বাবা মুক্তো বাগদী ও মা মমতা বাগদীকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। আদালতে বিচারক নিলু বাগদীকে দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এসিপি (কাঁকসা) শ্বাশতী শ্বেতা সামন্ত জানান,' ঘটনার তদন্ত চলছে। মুল অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।'

তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরাও এবার পাবে রেশন কার্ডের সুবিধা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি স): কলকাতা বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর পরিমাণে আছে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা ।আর এবার সেইসব তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন থেকে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরাও পাবে রেশন কার্ডের সুবিধা। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " আমার সঙ্গে একাধিকবার তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা যোগাযোগ করেছেন। করোনা পরিস্থিতিতে তাঁরাও চূড়ান্ত সমস্যায়। সেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জন্য রেশন কার্ড তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁদের যা অধিকার তার দাবি জানিয়েছেন। তবে আপাতত কুপনের মাধ্যমে তাঁদের বিনামূল্যে রেশনের সামগ্রী দেওয়া হবে"।

"রাজ্যে করোনায় মৃত্যুহার কমে হয়েছে ২ শতাংশ": মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,১৭ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প শহরবাসী। তবে রাজ্যে করোনায় মৃত্যুহার কমে গিয়েছে সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জ্বর-শ্বাসকষ্ট হলেই চিকিৎসকের কাছে যান। রাজ্যে করোনায় মৃত্যুহার কমে হয়েছে ২ শতাংশ"।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

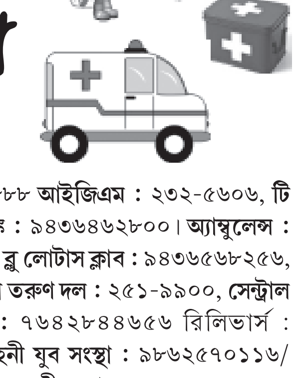

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ওয়েব সিরিজে শহীদ ক্ষুদিরাম, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিবাদ

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ওয়েব সিরিজে শহীদ ক্ষুদিরামকে অপরাধীদের ছবির মধ্যে এক পংক্তিতে দেখানোর প্রতিবাদ করল মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন।

সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তরফে কল্পনা দত্ত পরিবেশক সংস্থার অধিকর্তাকে চিঠিতে লিখেছেন, আমরা জেনেছি যে আপনাদের ওয়েব সিরিজের একটি শো-তে একটা দৃশ্য দেখান হয়েছে যেখানে অপরাধীদের ছবির মধ্যে শহীদ ক্ষুদিরাম বোসের ছবি দেখা গিয়েছে, যা দেখে দেশের মানুষ অত্যন্ত বিস্মিত ও মর্মাহত। আমরা সকলেই জানি ক্ষুদিরাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শহীদ যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে হাসতে হাসতে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরেছিলেন। ভারতবর্ষের ছাত্র ও যুবসমাজের কাছে বীর শহীদ ক্ষুদিরাম আদর্শ ও প্রণম্য। আমরা মনে করি ভারতবর্ষের বীর বিপ্লবীদের মানুষের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করার এ এক হীন ষড়যন্ত্র।

আমরা মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির পক্ষ থেকে এই অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা মনে করি দেশের মানুষের কাছে আপনাদের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া উচিত। যদিও বিভিন্ন মহল থেকে চাপ ওঠায় অবশেষে চাপের মুখে ক্ষমা চেয়ে দৃশ্যটি থেকে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ছবি ঝাপসা করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম । ট্যুইট করে বলা হয়, ভুলটি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। কারও ভাবাবেগে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য প্রযোজক, পরিচালক বা ওয়েব প্ল্যাটফর্মের ছিল না। দৃশ্যটি ব্লার অর্থাৎ ঝাপসা করে দেওয়া হচ্ছে। নমস্কারের ইমোজি পোস্ট করে ট্যুইটটি শেয়ার করেছেন সিরিজের পরিচালক কেন ঘোষও।

বিপ্লব

আটের পাতার পর

জানানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা পুলিশের পরিষেবার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১০.১৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বোধ করছেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রেভিনিউ ও ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট সংশাধনর কাজটিও দ্রত সম্পন্ন করার বিষয় গুরুত্ব আরাপ করছন।

মুখ্যমন্ত্রী বলন, জমির অনলাইন রজিস্ট্রশন সম্পর্কিত বিষয় জনগণর মধ্য আরও বশি কর সচতনতা ব'দ্ধি করা আবশ্যক। পাশাপাশি জমি ডাইভারসনর কাজ দ্রত ত্বরান্বিত করত রাজস্ব দপ্তরক উদ্যাগী হত হব। প্রাক'তিক দুর্যাগ বিশষ কর বন্যায় য সকল মাটরচালিত বাটগুলি ব্যবহৃত হয় সগুলিক নিয়মিত রাজ্যর ছবিমুড়া, ডম্বর, নীরমহল ইত্যাদি পর্যটন স্থলগুলিত ব্যবহার করার জন্য গুরুত্ব আরাপ করন তিনি। এরফল বাণিজ্যিক প্রসারও ঘটব বল তিনি অভিমত ব্যক্ত করন।

পর্যালাচনা সভায় রাজস্বমন্ত্রী নরন্দ্র চন্দ্র দববর্মা সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণ জলাশাসকদর আরও কার্যকর ভূমিকা নওয়ার উপর গুরুত্ব আরাপ করন। তিনি বলন, দখলকারী জমি পুনরুদ্ধারর কাজ রাজস্ব দপ্তর উল্লখযাগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছ। তব এক্ষত্র জলাশাসকদর আরও উদ্যাগী হয় কাজ করার উপর গুরুত্ব আরাপ করছন তিনি।

পর্যালাচনাসভায় রাজস্ব দপ্তরর সচিব তনুশ্রী দববর্মা দপ্তরর বিভিন্ন কর্মসূচি সমূহ এবং আগামীদি-নর কর্মপরিকল্পনা সবিস্তার আলাচনা করন। তিনি বলন, বনাধিকার আইন পা-া প্রাপ্ত জমির ডাটা এন্ট্রি সহ জমির সীমানা নির্ধারণর কাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয় দ্রত এগিয় চলছ। জমির মানচিত্র আপডটিং করার প্রক্রিয়া চলছ। ইতিমধ্য ৭৩৬টি মানচিত্রর কপি অনলাইন আপলাড করা হয়ছ। এছাড়াও অবৈধভাব দখল করা সরকারি জমি পুনরুদ্ধারর প্রক্রিয়া জারি রয়ছ। তিনি বলন, নবনির্মিত জম্পইজলা এস ডি এম অফিস ইতিমধ্যই উদ্বাধন হয়ছ এবং পানিসাগর এস ডি এম অফিস নির্মাণর কাজ এগিয় চলছ। তিনি জানান, নতুনভাব জমি মূল্যায়নর কাজ রূপায়িত হচ্ছ। পানিসাগর, করবুক এবং জম্পইজলায় সাব-রজিস্ট্রি অফিসর সূচনা হয়ছ। আগামী ৩ মা-সর মধ্য অধিকাংশ তহশিলগুলিত ইন্টারনট সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যাগ নওয়া হয়ছ। ১৪৫ জন বকার যুবকদর জমির প্রাক রজিস্ট্রশনর কাজ যুক্ত করত প্রয়াজনীয় প্রশিক্ষণ দওয়া হ-য়ছ। জমি অধিগ্রহণ, সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি, রাজস্ব সংগ্রহর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কও সভায় আলাচনা করা হয়। রাজস্ব সচিব জানান, রাজ্য ব শরণার্থীদর পুনর্বাসনর জন্য ২টি কমিটি গঠন করা হয়ছ। জমি চিহ্নিতকরণ এবং ডাইভারসনর প্রক্রিয়া চলছ। ব শরণার্থীদর পুনর্বাসন দিত রাজ্যর ৫টি জলার ১৩টি স্থান নির্বাচিত করা হয়ছ। তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রভনিউ ও ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট সংশাধনর কাজ এগিয় চলছ।

রাজস্ব সচিব আরও জানান, বর্তমান কাভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিত পরিযায়ী, গৃহহীন, দুঃস্থ পরিবারদর এস ডি আর এফ থক প্রয়াজনীয় আর্থিক সাহায্য করা হয়ছ। প্রাক'তিক বিপর্যয় মাকাবিলায় রাজ্য এবং জলাস্তরর জরুরি ভিত্তিক যাগাযাগ নম্বরগুলিক ইমার্জন্সি রসপন্স সা-পার্ট সিস্টম কন্ট্রাল রুমর সঙ্গ সংযুক্ত করা হয়ছ। প্রাক'তিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি হিসা-ব ৪৫টি সর'াম ক্রয় কর তা মহকুমা সদরগুলি এবং সমস্ত টি এস আর ব্যাটলিয়ন দওয়া হ-য়ছ। ৪০টি আরও নতুন মাটরচালিত বাট এবং ৯টি লাইফ ডিটক্টর ক্রয় করার প্রক্রিয়া চলছ বল রাজস্ব সচিব জানান। পর্যালাচনা সভায় মুখ্যসচিব মনাজ কুমার, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরর সচিব অপূর্ব রায়, মুখ্যমন্ত্রীর বিশষ সচিব প্রশান্ত কুমার গায়ল সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরর উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলন।

নরক যন্ত্রণা

পাচের পাতার পর

যাতায়াত করতে হচ্ছে। গড়িয়া থেকে টালিগঞ্জের দিয়ে যাওয়ার রাস্তারও অনেকটাই আজ বেহাল। বাদ নেই সেক্টর ফাইভও। রিং রোডে চোখে পড়ে বড় বড় গর্ত। আবার শোভাবাজারের কাছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের পিচের আস্তরণ বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে যান চলাচলে বিঘ্ন তৈরি করছে ।সড়ক বিশেষজ্ঞরা এর জন্য রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি দাবি করছেন রাস্তায় জমা জল ও পণ্যবাহী গাড়ির ওভারলোডকেও।

ধনকরের চিঠি

পাচের পাতার পর

আপনাদের পরিষদের মূল কাজ হয়ে উঠেছে আমার মর্যাদাকে কলুষিত করা। আপনি সহ পরিষদের সদস্যদের কাছে তা একেবারেই কাম্য নয়। অনুকরণীয় আচরণের জন্য উপাচার্যরা সমাজের রোল মডেল হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু আদতে তা একেবারেই হয়নি। এই অবস্থায় রাজ্যপাল এবং আচার্য দুই ভূমিকা থেকেই আপনার এবং পরিষদের অন্য সদস্যদের সঙ্গে শীঘ্র আলোচনায় বসতে আগ্রহী। এতে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বুঝতে সুবিধা হবে।

পন্ডিত যশরাজ

তিনের পাতার পর

ভিডিয়োতে পণ্ডিত যশরাজ তাঁর "বন্দিশ ব্যান্ডিটস"-এর জন্যে শুভেচ্ছা জানান।

সারা বিশ্বেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত বললেই একবাক্যে উঠে আসত যশরাজের নাম। সেই তিনিই এবার চলে গেলেন অচীনপুরে।

আক্রান্ত ১৯

তিনের পাতার পর

থেকে সিকিমের এসেছিল। এই তিনজনকে পূর্ব সিকিমের হিমালয়া ফার্মাসি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা করা হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনার ভয়াবহতা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে পাহাড়ি রাজ্য সিকিমে তা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি সেখাকার একটি হাসপাতালে এক রোগীর শরীরে করোনা মেলায় চিকিৎসক এবং নার্সদের কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিচার করে সতর্ক রাজ্য প্রশাসন।

দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৪৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২,৪৫৩

বালুরঘাট, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : লাগামছাড়া করোনা সংক্রমণ বাড়ছে দক্ষিণ দিনাজপুরে। গত দুইদিনে জেলায় ২৬৭ জন করোনা সংক্রমণের খবর পাওয়ার পর সোমবার আরও ১৪৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলল। জেলায় এখনও পর্যন্ত সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২, ৪৫৩ জন। এদিনের নতুন সংক্রামিতদের সেফ হাউজে এনে চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, গত ১৪ ও ১৫ অগাস্ট সংক্রামিতদের লালার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভিআরডিএলে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ১৪৫ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে বাকি ৩ জন অ্যান্টিজেন ও ট্রুনাট টেস্টের মাধ্যমে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বিভিন্ন এলাকাতেও নতুন করে সংক্রামিত হয়েছেন। সংক্রামিতদের অধিকাংশেরই ট্র্যাভেল হিস্ট্রি নেই। তবে অনেকেরই উপসর্গ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন করোনাকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের ৮৫ জন। সবমিলিয়ে জেলায় এখনও পর্যন্ত ১,৭০৫ করোনা সংক্রামিত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

করোনা জয় করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন মহম্মদ সেলিম

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি স): কিছুদিন আগেই করোনা হানা দিয়েছিল আলিমুদ্দিনের অন্দরে। করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন সিপিএমের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও পলিটবুরো সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম। তবে, অবশেষে করোনাকে জয় করলেন মহম্মদ সেলিম। সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন সিপিএম নেতা।

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। কিছুদিন আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলে সিপিএমের বর্ষিয়ান নেতা মহম্মদ সেলিম। বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল মহম্মদ সেলিমকে। অবশেষে করোনাকে হারিয়ে করোনামুক্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিম। এদিন তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা। বাড়ি ফিরে যান সিপিএম নেতা। আগামী সাতদিন বাড়িতে আইসোলেশনে থাকবেন তিনি।

বেড়ে ৩৪৫৫

আটের পাতার পর

আক্রান্তদের সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তিদের খুঁজে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি সকলকে মাস্ক পরিধান করে সুরক্ষিত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।

মৃত্যু বৃদ্ধের

আটের পাতার পর

বেশ অনেকক্ষণ ধরে হাসপাতালের বাইরে পড়েছিল এই বৃদ্ধের দেহ ।কিন্তু করোনা আতঙ্কে সামনে যায়নি কেউ যার জেরে ওই বৃদ্ধ মৃত না জীবিত তাই জানতে পারিনি কেউ। হাসপাতালে পৌঁছালেও তাকে ধরে দেখইয়নি কেউ। বিনা চিকিৎসায় ওয়ার্ড মাস্টারের ঘরের সামনে পরে থাকতে দেখা যায় এই বৃদ্ধকে। ২ ঘন্টার বেশি সময় ধরে একই জায়গাতেই পড়েছিল ওই বৃদ্ধর দেহ। আড়াই ঘণ্টা পর দেহ উদ্ধার করে কর্তৃপক্ষ।

প্রকল্পে ঘর মঞ্জুর

আটের পাতার পর

ততক্ষন পর্যন্ত কোনো বেনিফিসিয়ারির মাস্টার রোল করা যায়না। এই ক্ষেত্রে ৩২ জনের নামের তালিকা সিস্টেমে শো করেনি, এই কারনে তাদের কোনো টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ক্ষেত্রে অফিস কিছু করতে পারেনা। তিনি এও জানান যে গত এই বিষয়টি উনার উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেছেন অনেক। আগেই এমনকি গত ১১ তারিখ ও এ বিষয়ে জানানো। তবে সম্পুর্ন বিষয় টা টেক্নিক্যাল। এটা সম্পুর্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে ব্লক আধিকারিক তাও জানান অতিসত্বর তাদের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন। এদিকে আইএন পিটি দলের তরফ থেকে জানানো হয় যদি তাদের দাবি আগামী এক মাসের মধ্যে পূরণ না হয় তবে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন ব্লক আধিকারিক কে।

পুনর্গঠিত

● প্রথম পাতার পর

সরকার এবং অধীর দেবনাথকে। এই বিভাগের প্রভারী হিসেবে থাকবেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক মিহির সরকার। রাজীব ঘোষ এবং পথিক দেবনাথকে পার্টির দিব্যাঙ্গ শাখার আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে। রাজ্য কমিটির সদস্য সজল আচার্যকে এই শাখার প্রভারী করা হয়েছে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

করেছেন তিনি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য প্রাক্তনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন।।

চাকমা জনগোষ্ঠী

● প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই, আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার এবং সহানুভূতি আশা রাখি।

পূজা অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

ব্যতিক্রম হয়নি।

এদিকে, ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্যবারের মতো জৌলস নেই। তবে মায়ের আরাধনায় কেউ কোন খামতি রাখেনি। ওই মনসা পূজা-কে ঘিরে ঘট যেদিন বসেছে সেদিন থেকে একমাস ধরে নিয়মিত পদ্মপুরাণ পাঠ হয়েছে। অন্যান্য বছর পদ্মপুরাণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু, এবছর করোনা-র প্রকোপে সেই উৎসবে বাধা পড়েছে। তবে, বাড়িঘরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মা মনসার পূজা হয়েছে।

ভার্চুয়াল সভা

● প্রথম পাতার পর

অধিবেশন চালানো হবে না। আলাদা আলাদা সময়ে মাত্র ৪ ঘণ্টা করে দুই কক্ষের অধিবেশন চলবে। প্রথমে বসবে লোকসভার অধিবেশন, তারপর বসবে রাজ্যসভার অধিবেশন। সংসদের ভেতরে এসির মাধ্যমে অতি বেগুনি রশ্মি ব্যবহার করে ভাইরাস দমনের চেষ্টা করা হতে পারে বলেও সুত্র মারফত জানা গিয়েছে।

বিধিনিষেধ আরোপিত হচ্ছে সংসদের আধিকারিক ও সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও। উভয়কেই গ্যালারিতে সামাজিক দূরত্ব বিধি মানতে হবে। লোকসভায় ১৫ এবং রাজ্যসভায় সর্বোচ্চ ৭ জনকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। মানে একই সময়ে ১৫জন আধিকারিক ও ১৫জন সাংবাদিক প্রবেশাধিকার পাবেন লোকসভার অধিবেশনের ক্ষেত্রে। রাজ্যসভায় তা ৭জন করে। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের সেন্ট্রাল হলে প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হচ্ছে না। এমনকী প্রাক্তন সাংসদরাও অনুমতি পাবেন না সেন্ট্রাল হলে ঢোকার অনুমতি। তবে এত কিছু ব্যবস্থা নিয়েও সংক্রমণ কতখানি ঠেকানো যাবে তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে।

বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ আগস্ট।। সোমবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন ছেচরিমাই এলাকায় একটি টাটা এইচ গাড়ি থামানো অবস্থায় ছিল। হঠাৎ করে দ্রুতগামী টিআর ০৩ জে ৪৭৩২ নম্বরের একটি বাইক এসে পেছনদিকে ধাক্কা মারে। তাতে বাইক চালক ছিটকে পড়ে যায় জাতীয় সড়কের উপরে। টাটা এইচ গাড়িটির সঙ্গে ধাক্কা খায় তার নাম্বার হচ্ছে টিআর জিরো সেভেন বি ১৬২৭। উদয়পুর মুখী বাইক চালকের বাইকটি সজোরে ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে বাইক চালক শঙ্কর দেবনাথ (২২) গুরুতর ভাবে আহত হয় ।সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিস দপ্তরে দুর্ঘটনা স্থানে ছুটে এসে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহত শঙ্করকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতাল নিয়ে যায়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে তার বাড়ি রানীর বাজার এলাকায়।

করোনা আবহে খুঁটি পুজো সারল মুদিয়ালি ক্লাব

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি স): ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। করোনা আবহে চলতি বছর সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই সপরিবারে মর্তে আগমন ঘটবে মা দুর্গার। আর এরই মাঝে করোনা আবহে খুঁটি পুজো সারলো মুদিয়ালি ক্লাব।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। চলতি বছর কিভাবে হবে পুজো সেই চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে বহু পুজো উদ্যোক্তাদের। কিন্তু কলকাতা পুজো হীন এত হতে পারে না। আর তাই করোনা আতঙ্কের মাঝেও পুজো নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে উদ্যোক্তারা। আর তাই করোনা আবহেই দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো সারল মুদিয়ালি ক্লাব। তবে এবার আর আগের মত পুজোর আয়োজন সম্ভব নয় বল জানিয়েছে পুজো কর্তৃপক্ষ।

পাঁচিল করার প্রতিবাদে বিশ্বভারতীতে হামলা, তান্ডব

শান্তিনিকেতন, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : এমন অরাজকতা বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কখনো হয়নি! ঐতিহ্য রক্ষার নামে প্রকাশ্য দিবা লোকে আস্ত জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে বহিরাগত হামলাকারীদের দ্বারা ভাঙচুর করা হল রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি।অথচ পরিবেশ আদালতে নির্দেশ মত মেলার মাঠ পাঁচিল দিয়ে ঘেরার উদ্যোগ শুরু করতেই এমন নজিরবিহীন হামলা। অভিযোগ বোলপুর ও তাঁর আশেপাশের হাজার হাজার উন্মত্ত জনতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে ভেঙে দিলেন বিশ্বভারতীর গেট।অস্থায়ী ক্যাম্প অফিস ভেঙে চূড়মার করে লুট করা হল নির্মাণ সামগ্রী।বিশ্বভারতী অভিযোগ তুলেছে হামলার সময় খোদ জেলা পুলিশ সুপার কে বিষয়ে জানানোর পরেও পুলিশ পদক্ষেপ নজরে আসে নি। তবে ঘটনার পরে ভাঙচুর ও লুঠতরাজে আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পৌষ মেলার মাঠ প্রাচীর দিয়ে ঘেরার কাজ শুরু হয়েছে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নির্দেশে।এই নিয়ে গত দুদিন ধরে দফায় দফায় নানা ভাবে বিক্ষোভের মাঝেও নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। পাঁচিল দেওয়া নিয়ে বিশ্বভারতীর যুক্তি , 'পরিবেশ আদালতে নির্দেশেই মেলা মাঠ ঘেরার কাজ শুরু করেছি আমরা। '

কিন্তু সোমবার সকালে আটটা নাগাদ আচমকাই বোলপুর ফায়ার স্টেশনের সামনের রাস্তায় কয়েক হাজার মানুষ জড় হতে থাকে। বেলা নয়টা নাগাদ প্রায় চার হাজারের বেশি লোক মিছিল করে মেলার মাঠের দিকে আসতে থাকে। হাজার হাজার স্থানীয় মানুষ বিশ্বভারতীর চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে মেলার মাঠ।অভিযোগ, পাঁচিল বিরোধী মিছিলের নেতৃত্বে তখন দুবরাজপুরে তৃণমূল বিধায়ক বোলপুরের বাসিন্দা নরেশ চন্দ্র বাউড়ি, বোলপুর পুরসভার অন্যতম প্রশাসক সুকান্ত হাজরা, বোলপুর পুরসভার ৮নং ওয়ার্ডের বিদায়ী তৃণমূল কাউন্সিলর অমর শেখ মত বহু শাসকদের লোকজন। এর সঙ্গে মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃত্ব। মিছিল থেকেই শ্লোগান ওঠে 'উপাচার্য গো ব্যাক'।মিছিল পৌঁছায় বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দফতরের সামনে। রাস্তার পাশেই যে পাঁচিল তৈরির সামগ্রী পরে ছিল তার উপর হামলা হয়। রাস্তা পাশে থাকা ঢালাই মেশিন তুলে গর্তে ফেলে দেয় উত্তেজিত জনতা। পাঁচিল তৈরির জন্য যে গর্ত করা হয়েছিল তা ইট ফেলে বন্ধ করতে থাকে জনতা। নির্মাণ কাজের সামগ্রী ভেঙে দেয়। ভাঙা হয় তৈরি হওয়া পাঁচিল। ততক্ষণে ভুবনডাঙার দিকে মেলার মাঠে ঢোকার মূল গেটের সামনে আনা হয়েছে জেসিবি মেশিন।বহিরাগত উন্মত্ত জনতার উস্কানিতে বিশ্বভারতীর কংক্রিটের পিলার সহ গেট ভেঙে ফেলা হল।সেই ভাঙা গেট দিয়ে হুড়মুড়িয়ে লোক ঢুকতে থাকে মেলার মাঠে। অভিযোগ উঠেছে প্রকাশ্য দিবালোকে শান্তিনিকেতন থানার পাঁচশো মিটারের মধ্যে একটা জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে হামলাকারীরা সরকারি সম্পত্তি উপর হামলা চালাল হল অথচ পুলিশ দেখা পাওয়া গেল না বলে অভিযোগ তুলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বভারতীর কর্ম সমিতির সদস্য সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বহিরাগতদের বিশ্বভারতীর উপর হামলার শুরুতেই জেলা পুলিশ সুপারকে আমরা বিষয়টি জানাই। তিনি ঘটনার উপর নজর রাখা হচ্ছে বললেও বাস্তবে পুলিশী তৎপরতা চোখে পড়ে নি।' উন্মত্ত হাজার হাজার হামলকারীরা মেলার মাঠের নির্মাণ সামগ্রী নষ্ট করার পাশাপাশি ক্যাম্প অফিসে ও হামলা চালায়। মেলার মাঠে বিশ্বভারতী একটি অস্থায়ী ছাদনাতলা বানিয়েছিল পাঁচিল তোলার কাজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। সেই ক্যাম্প অফিসে রীতিমত তান্ডব চলে। মুহুর্তে ভাঙচুর করে দেওয়া হয়। পরে সেখ্যানে জেসিবি মেশিন এনে অস্থায়ী ছাউনি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এদিনের মিছিলের সামনে সারিতে থাকা তৃণমূল বিধায়ক নরেশ বাউরি অবশ্য এই প্রতিবাদ মিছিলের সঙ্গে দলীয় রাজনীতিকে মেলেতে চান না। তিনি বলেন, 'এটা কোন দলের কর্ম সূচী নয়। সাধারন জনগনের ক্ষোভে বহিঃপ্রকাশ। আমি বিশ্বভারতী র প্রাক্তনী হিসাবে প্রতিবাদ জানাতে এসেছিলাম। রবীন্দ্র আদর্শ বিরোধী কাজ হলে আবারও আসব।'

একদিকে যখন হামলা চলছে তখন পাঁচিল দেবার জন্য জড়ো করা ইট বালি পাথর লুট হয়ে গেল মুহূর্তে মধ্যেই। এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে তান্ডব চললেও পুলিশের দেখা পাওয়া যায়নি। অথচ সামনেই পুলিশ স্টেশন। এই নিয়ে জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন,' আমরা যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। আট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' ঘটনার পরই জরুরি বৈঠক ডাকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ডেকে পাঠানো হয় সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বৈঠক শেষে জানান, 'বিশ্বভারতী পাঁচিল নয়, ফেন্সিং তোলার পরিকল্পনা করেছে যেখানে গেট থাকবে এবং প্রাতঃ ভ্রমণকারী দের ও খেলাধূলা জন্য প্রবেশে বাধা থাকবে না।

প্রশাসনের বৈঠক

আটের পাতার পর

অক্টোবর এই প্রকল্পের সূচনা হবে। তিনি বলেন, দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাসকারী প্রায় ১৭ লক্ষ পরিবারকে বছরে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। অরুণোদয় প্রকল্পে প্রতিমাসে ৮৩০ টাকা করে জমা হবে পরিবারের গৃহিণীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। বৈঠকে জেলাশাসক পল বরুয়া বলেন, অসমের ইতিহাসে এই প্রকল্প হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রকল্প। বলেন, যে পরিবারে সরকারি চাকরিজীবী রয়েছেন, বা যে সব পরিবারে ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, দুই চাকা বা চার চাকার বাহন রয়েছে সেই সব পরিবার এই প্রকল্পের আওতায় আসবে না। তাছাড়া পরিবারের কোনও পুরুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অরুণোদয় প্রকল্পের টাকা জমা হবে না বলে জানান জেলাশাসক পল বরুয়া।

সংশোধনী

সোমবার চারের পাতায় 'ভারতের শিক্ষা ও গবেষণা একটি বিশেষ ইতিবাচক ছবি তৈরি করছে ঃ পঙ্কজ রায়' শীর্ষ রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০৩০এর মধ্যে ১০০ শতাংশের বদলে ৫০ শতাংশ গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ধার্য্য করা হয়েছে পড়তে হবে।

াঙ্গন

সিটির হারে স্টার্লিংয়ের দোষ দেখছেন ডি ব্রুইনা ?

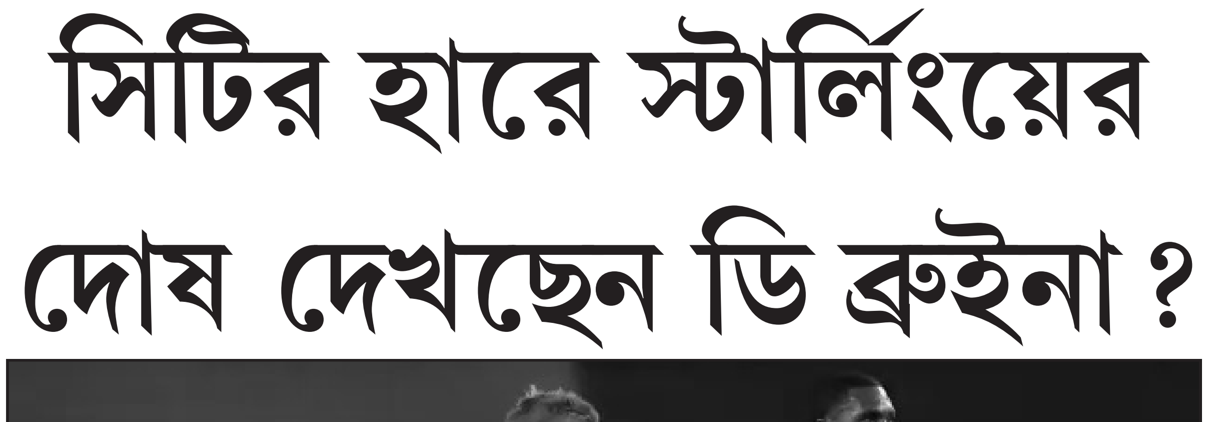

কি দুর্দান্ত একটা মৌসুমই না কাটালেন! সব প্রতিযোগিতা মিলে গোল করেছেন ১৬টা, গোলে সহায়তা করেছেন আরও ২৩ বার। গার্দিওলার দলের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। এত কিছু করার পরেও মৌসুম শেষের অর্জন এক লিগ কাপ। ব্যস। লিগও জেতা হয়নি, হলো না চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাও। অথচ এই চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার জন্যই মাথা কুটে মরছেন ম্যানচেস্টার সিটির কর্তাব্যক্তিরা, কোচ পেপ গার্দিওলাও সিটির হয়ে এক চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টায় আছেন বহুদিন, যারা সুযোগ পেলেই বলে ওঠে, মেসি-জাভি-ইনিয়েস্তা ছাড়া গার্দিওলার আসলে ইউরোপসেরা হওয়ার ”যোগ্যতা” নেই!

গোটা মৌসুমজুড়ে এত কিছু করার পরেও লিওঁর কাছে বিদায় নিয়ে তাই হতাশায় মরছেন ডি ব্রুইনিয়া। নিজের কাজটা ঠিকই করেছিলেন, গোল করে দলকে সমতায় এনেছেন। কিন্তু একার কাজে কী আর হয়? দিন শেষে ফুটবল দলগত খেলা। তাই গ্যাব্রিয়েল জেসুস, রহিম স্টার্লিংয়ের হাস্যকর কিছু মিস ও গোলবারে এডারসনের শিশুতোষ ভুলগুলোই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে বিদায় নেওয়াটা বেশ লজ্জার বলেই মনে হচ্ছে ডি ব্রুইনিয়ার কাছে, ”আমাদের আরও শিখতে হবে। এমন পারফরম্যান্স যথেষ্ট নয়। এটাই। নতুন বছর, কিন্তু সেই পুরোনো সমস্যা। প্রথমার্ধে অত ভালো খেলতে পারিনি আমরা, আমার মনে হয় সবাই বুঝেছেন সেটা। আমরা ধীর গতিতে খেলা শুরু করেছিলাম। আমার মনে হয় দ্বিতীয়ার্ধে আমরা তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো খেলেছি। এক গোলে পিছিয়ে পড়ার পরেও ফিরে এসেছি, এরপর দুটি অনেক সুযোগ মিস করেছি। এরপরে দুটো গোল খেয়ে যাই। ৩-১ হয়ে যাওয়ার পর ম্যাচটাই তো শেষ হয়ে গেল। এবারে বিদায় নেওয়াটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক।”২-১ গোলে লিওঁ যখন এগিয়ে ছিল, তখন রহিম স্টার্লিং সহজ একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে গোল করতে পারেননি। কেভিন ডি ব্রুইনিয়ার কথাতেও শোনা গেছে সেই আক্ষেপ, ”এমনকি ২-১ গোলে যখন পিছিয়ে ছিলাম, রাজ (রহিম স্টার্লিং) যদি গোলটা করতে পারত, স্কোরলাইন ২-২ হয়ে যেত।

এটাই ফুটবল। এসব ছোট ছোট বিষয় গুলিই ফলাফল বদলে দেয়।”নিজেদের হারের জন্য কোনো অজুহাত দিতে রাজি হননি ডি ব্রুইনিয়া, ”আমি কোনো কিছুর ওপর দোষ চাপাতে চাই না। আমরা এর থেকেও ভালো খেলতে পারতাম। এখন পেছনে ফিরে ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।”

কোম্যান, পচেত্তিনো, নাকি জাভিকে হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ ?

লিসবনে বার্সেলোনা-বায়ার্ন মিউনিখ ম্যাচটি প্রায় শেষের দিকে। স্কোরলাইন বায়ার্নের পক্ষে ৮-২। সেই সময়ে কিকে সেতিয়েনের চেহারাটা দেখেছিলেন? দুহাত ডাগআউটের ছাউনিতে দুই দিকে প্রসারিত করে দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন মাঠের দিকে! চোখে হয়তো নিজের বরখাস্তের চিঠিটাই তখন দেখতে পাচ্ছিলেন বার্সেলোনা কোচ। সেতিয়েনের বরখাস্ত হওয়া এখন নিয়তি নির্ধারিত। ফুটবল বিশ্বে এ নিয়ে কোনো আলোচনাই হচ্ছে না। আলোচনার বিষয় এখন একটিইকে হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ।খুব বেশি কোচের নাম যে শোনা যাচ্ছে তা নয়। আপাতত আলোচনায় আছেন টটেনহাম ও বার্সেলোনার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের সাবেক কোচ মরিসিও পচেত্তিনো আর বার্সেলোনার সাবেক দুই খেলোয়াড় রোনাল্ড কোম্যান ও জাভি হার্নন্দেজ। অনেকেরই ধারণা এই তিনজনের মধ্যে একজনই হবেন বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ।বার্সেলোনার পরবর্তী কোচ হিসেবে জাভির কথা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছে। স্পেনের সাবেক প্লেমেকারও কদিন আগেই বলেছেন, কোনো একদিন বার্সেলোনার কোচ হতে চান। ন্যু ক্যাম্পের দলটির ডাগআউটে গড়ে তুলবেন স্বপ্নের একটি কোচিং দল। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আলোচনার টেবিলে তাঁর নামটি আসছে। সেতিয়েনকে কোচ হিসেবে নেওয়ার আগেও জাভিকে বার্সেলোনার দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে নিজেকে বার্সার ডাগআউটের জন্য তৈরি করতে আরেকটু সময় লাগবে। কে জানে সেই সময়টা জাভি পার করে এসেছেন কি না, আর বার্সেলোনাই বা তাঁর দিকে এগোবে কি না !বার্সেলোনার কোচ হতে পারেন দলটির নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ পচেত্তিনো জাভির চেয়েও অবশ্য বেশি শোনা যাচ্ছে কোম্যানের নাম। স্পেনের সাংবাদিক গিয়েম বালাগ অনেকটাই নিশ্চিত যে, পরের মৌসুমে বার্সার ডাগআউটে ডাচ কোচকে দেখা যাবে। ৫৭ বছর বয়সী কোম্যানকেও গত জানুয়ারিতে বার্সেলোনা প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে হল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা কোম্যান সেই সময়ে অসুস্থ ছিলেন। বুকের ব্যথা নিয়ে হাসপাতাল যেতে হয়েছিল তাঁকে। পরে অবশ্য নিজেকে পুরো ফিট বলে ঘোষণা করেছেন। কোম্যানের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে বালাগের, ‘(বার্সেলোনার কোচ হিসেবে) তাঁর নাম শুনে কমবেশি খুশি সবাই-ই হবে।’কোম্যান যদি বার্সেলোনার দায়িত্ব নিতে রাজিও হন তাঁকে পেতে একটু সময় লাগবে। বালাগ বলেছেন, ‘জানুয়ারিতে একবার বার্সেলোনার প্রস্তাবে না করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখনকার প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন। জানুয়ারিতে তাঁর বলে দেওয়ার পেছনে স্বাস্থ্যগত কারণ ছিল। তবে এখন আলোচনা হতে পারে তাঁকে নিয়ে। কিন্তু আগে তো তাঁকে জাতীয় দল থেকে আলাদা হতে হবে। তাই তাঁকে পেতে হলে একটু সময় লাগবে।’অনেকে আবার বার্সার কোচ হিসেবে চান দলটির সাবেক প্লেমেকার জাভি হার্নান্দেজকে। রইল বাকি পচেত্তিনো। অনেকেই ধারনা করছেন পাঁচ মৌসুম কাটানোর পর গত নভেম্বরে টটেনহাম থেকে বরখাস্ত হওয়া পচেত্তিনোও হতে পারেন বার্সার কোচ। কিন্তু আর্জেন্টাইন কোচকে নিয়ে একটাই সমস্যা। বার্সেলোনার নগর প্রতিদ্বন্দ্বী এসপানিওলের খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। এমনকি দলটিকে কোচিংও করিয়েছেন। এমন একজনকে কোচ হিসেবে হয়তো মেনে নিতে চাইবে না বার্সার সমর্থকেরা।

কোম্যান, জাভি বা পচেত্তিনো অথবা অন্য কেউযাঁকেই কোচ হিসেবে বেছে নিক না কেন বার্সেলোনা, সেটা দ্রুতই করতে হবে।

ট্যাকটিকসের খেলায় গার্দিওলাকে হারিয়েছেন গার্সিয়া

ফুটবলে গত এক দশকে ট্যাকটিকসের আলাপ মানেই একটি নামের জায়গা সেখানে নির্দিষ্ট। শুধু টিকিটাকাকে আবারও জনপ্রিয় করেছেন। শুধু তাই নয়, ম্যাচের প্রতি মুহূর্তে দলের খুঁটিনাটি নিয়ে এত খুঁতখুঁতে যে, তাঁর শিষ্যদের হয়রান হয়ে যেতে হয়। ম্যাচের যে কোনো মুহূর্তে ফরমেশন বদলান, খেলোয়াড়ের ভূমিকা বদলান। এমনকি খেলা পছন্দ না হলে ম্যাচের প্রথমার্ধেও খেলোয়াড় বদলিতে আপত্তি দেখান না গার্দিওলা। সেই গার্দিওলাকে কাল ট্যাকটিকসে হারিয়ে দিয়েছেন লিওঁ কোচ রুডি গার্সিয়া।চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে গতকাল ফেবারিট ম্যানচেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে লিওঁ। ফ্রান্সে লিগ মৌসুম আগেই থামিয়ে দেওয়ায় সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে লিওঁর। আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ তো বটেই ইউরোপেও খেলার সুযোগ হারিয়েছে তারা। তবে এখন আচমকা একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাদের সামনে। সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখ ও ফাইনালে লাইপজিগ কিংবা পিএসজিকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নিতে পারবে ফ্রেঞ্চ দলটি।গতকাল পর্যন্ত এমন সম্ভাবনার কথা তুললে মানুষ হেসেই হয়তো উড়িয়ে দিত। কিন্তু গার্দিওলার তারকা সমৃদ্ধ দলকে এভাবে হারিয়ে দেওয়ার পর এখন কিছুটা হলেও আশা বেড়েছে দলটির। আর রুডি গার্সিয়া যেহেতু দলের দায়িত্বে আছেন, তখন আশা করতে দোষ কী। ফ্রেঞ্চ কোচও গর্বিত ট্যাকটিকসে গার্দিওলাকে টেক্কা দিতে পেরে।গতকাল ৩-৫-২ ফরমেশন নিয়ে দুই দলই মাঠে নেমেছিল। কিন্তু এ ফরমেশনেই স্বচ্ছন্দ লিওঁ নিজেদের কৌশলে আস্থা রেখে খেলে গেছে পুরো সময়। কিন্তু সিটি সে কাজটা করতে পারেনি। গার্সিয়াও তৃপ্ত নিজের অর্জনে, ‘গার্দিওলা থাকলে আপনাকে যেকোনো কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু ট্যাকটিক্যাল লড়াইয়ে আমরাই জিতেছি। আমরা ফরমেশনটার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছি। ডি ব্রুইনাকে আটকাতে একটা হাইব্রিড সেটআপে ফিরেছিলাম আমরা।’ট্যাকটিকে গার্দিওলাকে টেক্কা দিলেও জয়ের জন্য খেলোয়াড়দের অবদানের কথা ভুলছেন না গার্সিয়া। কারণ, ছকে অনেক কিছুই সাজানো যায় কিন্তু মাঠে সেটা করে দেখাতে হয় ফুটবলারদের। আর শক্তিশালী প্রতিপক্ষে বিপক্ষে জয় পেতে দল হিসেবে যে একাত্মতা দেখিয়েছে লিওঁ তাতে মুগ্ধ গার্সিয়া, ‘আমি আমার দল নিয়ে সন্তুষ্ট। নিজেদের ওপর আস্থা রেখেছিলাম।

আমরা জানতাম বড় দলের বিপক্ষে আমরা ফেবারিট না। কিন্তু এক গোল খেয়ে তিন গোল দিয়েছি। দল হিসেবে আমাদের মধ্যে যে একাত্মতা, সেটার ফল এটি। একে অন্যের জন্য বাড়তি পরিশ্রম করেছি আমরা।’গতকাল মুসা ডেমবেলেকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন গার্সিয়া। বদলি নেমে দুই গোল করে সেই ডেমবেলে দল জিতিয়ে হয়েছেন ম্যাচ সেরা। গার্সিয়া জানালেন, ডেমবেলের জন্য এমন কিছুই পরিকল্পনা ছিল তাঁর, ‘ম্যাচে শুরু থেকে খেলতে পারেনি বলে ডেমবেলে হতাশ ছিল। কিন্তু আমি বলেছিলাম ও ম্যাচে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

ধোনি অবসরে যাওয়ায় শান্তিতে ঘুমাবেন পন্ত-রাহুল

মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নেওয়ার পর মন খারাপ হয়নি কার? টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুধু হাহাকার ধ্বনি। এমন এক কিংবদন্তির অভাব কীভাবে পূরণ করবে ভারত? ডিন জোন্স যেন সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বেশ মজা করেই জানালেন, ধোনির অবসরে অন্তত দুজন মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন।টেস্ট ক্রিকেট থেকে বহু আগেই নাম কাটিয়ে নিয়েছেন ধোনি। তবে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরব উপস্থিতি ছিল তাঁর। উইকেটের পেছনে তাঁর উপস্থিতি মানেই যে অধিনায়ক বিরাট কোহলির জন্য বড় এক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাওয়া। কিন্তু বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যাওয়ার পর থেকেই আর মাঠে নামা হয়নি ধোনির। তাঁর অবর্তমানে কিছুদিন ঋষভ পন্ত ও তারপর কেএল রাহুলকে দিয়ে কাজ চালিয়েছে ভারত।

দুজনই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান হিসেবে ঠিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। উদাহরণ যখন ধোনি, তখন প্রত্যাশা পূরণ করাটা কঠিনই বটে। তাই আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেই ধোনিতেই আস্থা রাখার কথা ভাবা শুরু করেছিল ভারত। অনেক কিংবদন্তিই বলছিলেন এখনো ধোনির ফেরার সুযোগ আছে। শুধু আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখালেই হলো। কিন্তু ধোনি সে সুযোগ নিলেন না। আগেই অবসর ঘোষণা করে দিলেন। আর এতে সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে রাহুল ও পন্তের। কারণ, জাতীয় দলে উইকেটরক্ষকের দৌড়ে এখন যে একজন কিংবদন্তিকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না তাঁদের।গতকাল সে দিকটাই সবার সামনে তুলে ধরেছেন ডিন জোন্স। টুইটারে লিখেছেন, ‘গতকাল মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসরের পর বাজি ধরতে পারেন, কেএল রাহুল ও ঋষভ পন্ত বেশ আরামে ঘুমিয়েছে!’ডিন জোন্সের কথাটা ভুল নয়। খুব একটা। ধোনি অবসর নেওয়ায় এবার অন্তত জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নটা উজ্জ্বল হচ্ছে ভারতের অন্য উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যানদের। শুধু পন্ত নয়, দীনেশ কার্তিক কিংবা সঞ্জু স্যামসনরাও এখন একটু বাড়তি অনুপ্রেরণা পাবেন। তবে ভারত ব্যাটসম্যান থেকে উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান বনে যাওয়া রাহুল যে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন সবাই বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবেন। উইকেটের পেছনে পারফরম্যান্স যেমন তেমন হোক, ব্যাট হাতে রীতিমতো দুর্দান্ত ফর্মে আছেন রাহুল।এমন অবস্থায় রাহুলকে পেছনে ফেলাটাই মূল লক্ষ্য হয়ে উঠছে পন্তের জন্য। ধোনির অবসরের পর আগামী আইপিএলের পারফরম্যান্সটা তাই মহাগুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পন্তের জন্য।

Notice Inviting Tender

Sealed cover tenders are invited by undersigned on behalf of the Governor of rug?, ,I,Tripura from the experienced and resourceful distributors/suppliers for supply of different stationary articles required by the office of the Dy. Director of Agriculture Gomati District, Udaipur w.e.f. 01-09-2020 to 31-08-2021.

The copy of the Tender form along with terms & condition of tender may be obtained from the office of the undersigned on any work day during official working hour up to 17-30 Firs. of 26-08-2020. The closing date & time for dropping tender is 15-00 Firs. on 27-08-2020 and will be opened the same date at 15.30 Firs. if possible.

ICA/C-1351/2020-21

Dy. Director of Agriculture
Gomati District, Udaipur.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21, Dt.11/08/2020

The Executive Engineer, Mohanpur Division , PWD(R&B), Mohanpur, Tripura (West) invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 31/ 08/2020 for the following work:-

1. DNIeT No:22/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21, ESTIMATED COST : Rs. 14,48,368/-
2. DNIeT No:23/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21, ESTIMATED COST : Rs. 7,29,998/-
3. DNIeT No:24/EE/MNP/PWD(R&B)/2020-21, ESTIMATED COST : Rs. 12,87,740/-

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry,plepse contact by e-mail to mohanpurpwdrandbdivisiong'gmail.com

ICA/C-1346/2020-21

Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpur, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21 dated: 07-08-2020

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 27-08-2020 for the following works: Mtc. of road from Mahamuni R.C.0 Bridge to PMGSY road via West R.K Ganj J.B School (Balance Portion) during the year 2020- 21/ SH:- Partial WBM, Carpeting and road side pucca drain etc. DNIeT No: 31/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21, Estimated cost:- Rs. 14,7 rp77.00. 2) Mtc. ,9' road from Baikhora- Kalashi road to Laxmicherra Bazaar to Kalashi road via Harinama Para/ SH:- WBM, Grouting, Re-caipeting, Seal Coat, Sand Seal Coat on old surface etc. during the year 2020-21. DNIeT No: 32/ EE/PWD(R&B)/STB/2020-21, Estimated cost:- Rs. 14,69,240.00 3) Mtc. of road from Nripen Chakraborty Market to Khemananda Tilla, Bagafa PMGSY road to Bagafa RCC Bridge/SH:- Widening, Metalling, Carpeting and Protection Wall etc. DNIeT No: 33/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21, Estimated cost:- Rs. 14,01,585.00 4) Mtc. of road from NH -44 to Dolucherra (L-2.15 Km)/SH:- Grouting, Re-Carpeting, Seal Coat, Sand Seal Coat on old surface etc. during the year 2020-21. DNIeT No: 34/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21, Estimated cost:- Rs. 14,71,223.00 5) Mtc. of road from Jolaibari-Hrishyamukh road to Jumraibari via Balirbari (1-2.40 Km)/ SH:- WBM, Grouting, Re-Carpeting, Seal Coat etc. during the year 2020-21 (Group-1). DNIeT No 35/EE/PWD(R&B)/STB/ 2020-21, Estimated cost:- Rs. 14,99,200.00 6) Launching of Bailey bridge (1=120") over Kalshi cherra on the road from kalimohan para (PMGSY road) to Joykumar Para under Baikhora PWD(R&B), Sub-Division/ SH:- Construction of abutment wall, Launching of Bailey Bridge etc.) DNIeT No: 36/ EE/PWD(R&B)/STB/2020-21, Estimated cost:- Rs. 14,66,247.00

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1338/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. T U s arak) Executive Engineer,
Santirbazar Division, PWD(R&B) Santirbazar,
South Tripura

জাগরণ 18 August, 2020, Tuesday আগরতলা ১৮ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

এমবিবি স্টেডিয়ামে জিম খুললো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। রাজ্য সরকারের নিয়ম বিধি মেনে সোমবার থেকে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামের জিম খোলা হয়েছে। এদিন সকালে জিমে খোলতেই খেলোয়াড়রা জিমে অংশ নিয়েছে। গত ২৩ মার্চ থেকে করোনা পরিস্থিতির জন্য জিম বন্ধ রাখা হয়। শেষে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার সেই জিম খোল দেওয়া হয়। তবে নিয়ম মেনে আগে সেনিটাইজড তারপর জিমে প্রবেশ করতে হয়েছে খেলোয়াড়দের। জিমের কর্মকর্তারা জানান, সেক্ষেত্রেও সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকব।

শিবের আরাধনায় ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আজ শ্রাবনের শেষ সোমবার। আর এ উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয় ভগবান শিবের পুজা। মূলত শ্রাবণের শেষ সোমবার ভাঁড় জল নিয়ে এসে শিবকে স্নান করিয়ে পুজার্চনা করে থাকেন শিবভক্তরা। সংসারের মঙ্গল কামনায় যুবতী ও মহিলারা এই পুজা বেশি করে থাকেন। অন্যান্য বছরের মত এবছরও আগরতলার সেন্ট্রালরোডস্থিত শিব বাড়িতে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়। খয়েরপুর হাওড়ানদী থেকে জল এনে শিবকে স্নান করিয়ে সংসারের মঙ্গল কামনায় পুজা দিয়েছেন সকলে। অন্যান্য বছর সংখ্যাটা অনেক বেশি হলেও এবছর কোভিড-১৯ এর জন্য তেমন ভক্ত সমাগম হয়নি। মহিলারা জানান, স্বামী, সন্তান সহ সংসারের মঙ্গল কামনায় তারা পুজা দিয়েছেন। অনেকে আবার করোনা পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পুজো দিয়েছেন।

সড়কের বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আমবাসা মহকুমার কুলাই থেকে গন্ডাছড়া যাবার রাস্তাটি দীর্ঘদিন বহাল দশায় পড়ে আছে। স্থানীয় ছড়ার জল ভাঙন হওয়া রাস্তাটি সংস্কার না করার ফল বর্তমানে চলাচলের অনুপোযুক্ত হয়ে পড়েছে। এলাকাবাসী দ্রত রাস্তাটি সংস্কার না করা হল আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারী দিয়েছে।

ত্রিপুরা পুলিশের সাফল্য তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

আগরতলা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বেআইনি নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের সাফল্য তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক টুইট বার্তায় তিনি বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তাতে তিনি প্রশংসার সুরে বলেন, এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা পুলিশ।

তিনি বলেন, মার্চ ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২০-এর মধ্যে এনডিপিএস মামলায় ৯৩৪টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে ১৫৩৭ জন। সেই সঙ্গে ৪ কোটি গাঁজার চারাগাছ নষ্ট করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৮৭,০০০ কেজি শুকনো গাঁজা, ৩ লক্ষ কফসিরাপের শিশি, ২৮ লক্ষ নেশার ট্যাবলেট এবং ৯ কেজি হেরোইন।

টুইট আপডেটে মুখ্যমন্ত্রী সগর্বে বলেন, লকডাউন চলাকালীন জরুরি ভিত্তিতে পরিষেবায় ৯৫ শতাংশ সফল প্রতিক্রিয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ত্রিপুরা ইআরএসএস-কে শুভেচ্ছা

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনা কালে সকল নিয়ম নীতি মেনেই আগরতলা দুর্গাবাড়িতে মা মনসা দেবীর পূজা হয় সোমবার। ছবি- নিজস্ব।

জম্পুইজলায় মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সোলার ল্যাম্প বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ আগস্ট।। প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পঠন পাঠনের সুবিধার্থে সোলার ল্যাম্প বিতরণ করা হয়। সোমবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় মাদ্রাসা এস এম সি কমিটি চেয়ারম্যান ও সদস্য সদস্যদের উপস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে সোলার ল্যাম্প বিতরণ করা হয়। করোনা ভাইরাস জনিত যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনেই বিতরণ করা হয় সোলার ল্যাম্প গুলো। রাজ্য সরকার শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে সোলার ল্যাম্পগুলো বিতরণ করেন। সরকারের এই শুভ উদ্যোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সকল মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও বেজায় খুশি। এক সাক্ষাৎকারে প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসার এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান কাঞ্চন মিয়া জানান সরকারের এই শুভ উদ্যোগে এলাকার পিছিয়ে পড়া গরিব অংশের মানুষ অনেকটা উপকৃত হবেন। রাজ্য সরকার তথা শিক্ষা দপ্তরের সকল স্তরের কর্মীদের সকল স্তরের কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের কঠোর পরিশ্রমের ফলে মাদ্রাসার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ অগ্রগতির দিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। সরকারের এই উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে পড়াশোনায় মনোযোগী হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আবেদন করেন তিনি। মাদ্রাসার ৭০ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সোলার ল্যাম্পগুলো বিতরণ করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মহরম আলী, সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, মসজিদ কমিটির সম্পাদক দুলাল মিয়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী আরব আলী, মাওলানা বোরহান উদ্দিন প্রমুখ।

কাছাড় জেলায় করোনায় আক্রান্ত আরও ২৩৬ জন, বেডের সংখ্যা বাড়াতে পাঁচটি কোভিড কেয়ার সেন্টার

শিলচর (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলায় বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করতে বসেছে। একদিকে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, অন্যদিকে করোনা সংগ্রামীদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সোমবার এই খবর লেখা পর্যন্ত নতুন করে আরও ২৩৬ জন কোভিড পজিটিভ রোগী শনাক্ত করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে জানানো হয়েছে, এই সংখ্যা রাত পর্যন্ত আরও বাড়তে পারে। কারণ এখনও অনেক টেস্টের রিপোর্ট আসেনি। আজকের পজিটিভদের মধ্যে ২১৫ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট (আরএটি) মাধ্যমে এবং ২১ জনকে আরটিপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে পজিটিভ রেজাল্ট পাওয়া গেছে। আরএটি এবং আরপিটিসিআর উভয় প্রক্রিয়ার টেস্টের মাধ্যমে মোট ২৩৬ জনের শরীরে করোনা পজিটিভের রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে কাছাড় জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে কোভিড আক্রান্তদের জন্য বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ১৫০০-টি বেড খালি আছে বলে জানিয়েছেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া এক্সপার্ট সুমন চৌধুরী।

তিনি আরও জানান, করোনা পজিটিভ আক্রান্ত অনেকেই নিজের দায়িত্বে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। এক্ষেত্রে অনেকে আবার নিজের রোগের উপসর্গকে লুকিয়ে রেখেছেন। ফলে হোম আইসোলেশনে অবস্থানকারী রোগীরা শ্বাসকষ্ট সহ অন্যান্য শারীরিক অসুবিধার কথা জানাচ্ছেন। এমন খবর পাওয়ার সাথে সাথেই অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সংশ্লিষ্ট রোগীদের বাধ্য হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করতে হচ্ছে। অনেকে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই সঠিক সময়ে স্বাস্থ্য বিভাগের দ্বারস্থ হওয়ার পাশাপাশি রোগীদের উপসর্গের বিস্তারিত হিস্ট্রি অবগত করানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। যেহেতু বর্তমানে বেডের কোনও অভাব নেই তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে উল্লেখ করেছেন সুমনবাবু।

এদিকে কাছাড় জেলায় ক্রমবর্ধমান কোভিড আক্রান্তদের সংখ্যা সামাল দিতে কাছাড় জেলা প্রশাসন আরও পাঁচটি কোভিড কেয়ার সেন্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পাঁচটি কোভিড কেয়ার সেন্টারে মোট ১৪৭০-টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলাশাসক এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি নির্দেশ জারি করেছেন। এই সেন্টারগুলি হচ্ছে সোনাইয়ের কচুদরম হাসপাতালে ১৮০ বেড, রামনগরের ডন বসকো স্কুলে ৩০০ বেড, শিলচর এনআইটিতে ৩৬০ বেড, আসাম ইউনিভার্সিটিতে ৫০০ বেড এবং যুধিষ্ঠির সাহা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ১৩০ বেডের সংস্থান করে হেলথ কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে।

বাগদাদে মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে রকেট হামলা

বাগদাদ, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ইরাকের রাজধানী বাগদাদে সোমবার মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানো হয়েছে। ইরাকের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে রকেট হামলার কথা স্বীকার করে জানানো হয়েছে, হামলা চালানো হলেও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

মার্কিন দূতাবাসের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকার ফলেই রকেট হামলা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত রকেট হামলার দায় কোনও গোষ্ঠী স্বীকার করেনি। হামলায় মোট চারটি রকেট ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পর পর রকেট হামলায় কিছুটা হলেও প্রমাদ গুনছে মার্কিন সেনাবাহিনী। ফলে ইতিমধ্যেই ইরাকের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির গোপন আস্তানায় হানা দেওয়া শুরু করেছে। একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি খুঁজেও পেয়েছে। সেই ঘাঁটি থেকে দুটি রকেট নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তবে ওই ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি কোন জঙ্গি সংগঠনের সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

ডিমা হাসাওয়ে অরুণোদয় প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের বৈঠক

হাফলং (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যে দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাসকারীদের জন্য অরুণোদয় প্রকল্পে মাসে ৮৩০ টাকা করে দেওয়ার কথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ঘোষণা করার পর এবার ডিমা হাসাও জেলায় এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সোমবার জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মনিটরিং কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরভদ্র হাগজার ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম নন্দিতা গার্লোসা।

আজকের বৈঠকে জেলাশাসক পল বরুয়া বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ২৮টি নির্বাচন কেন্দ্রভিত্তিক অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করা হবে। পার্বত্য পরিষদের সদস্যরা বাছাই করবেন সুবিধাভোগীদের নাম। সে অনুযায়ী নামের তালিকা জমা দেওয়ার পরই টাকা সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

জেলাশাসক জানান, আগামী ২

ছয়ের পাতায় দেখুন

কোনও দ্বন্দ্ব নেই, জোট বেঁধেই লড়ব : দাবি মুকুলের

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : দিলীপ-মুকুলের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। সোমবার নিজেই সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন মুকুল রায়। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিজেপি নেতা বললেন, "কোনও দ্বন্দ্ব নেই দিলীপদার সঙ্গে। গোটাটাই সকলের কল্পনা।"

সোমবার রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাসজীর সঙ্গে দেখা করেন মুকুল রায়। এর পরই বিজেপি নেতা স্পষ্টভাবে বলেন, "দলের মধ্যে কোনও বিভাজন নেই। দিলীপদার সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে অপপ্রচার করছে।" সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী সুরে বলেন, একুশের নির্বাচনে জোট বেঁধেই লড়বে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির অন্দরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই জল্পনা চলছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি কানে পৌঁছেছে কেন্দ্রীয় নেতাদেরও। এরপরই রবিবার রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এদিন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে কথা বলেন জেপি নাড্ডা। সেখানে বাংলায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দিলীপকে। একার জোরে করার কথা বললে অন্যরা রুষ্ট হতে পারে বলে সংযত হতে বলা হয়েছে বিজেপি সাংসদকে।

এপ্রসঙ্গে এদিন মুকুল রায় বলেন, "এটা সর্বভারতীয় দল, সেই দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এমন বার্তাই দেন।" তবে মুকুলবাবু দ্বন্দ্বের জল্পনা ওড়ালেও রাজনৈতিক মহলে এখনও গুঞ্জন চলছেই। প্রসঙ্গত, নাম না করে সম্প্রতি বেশ কিছু মন্তব্য করেছিলেন যার জেরেই দিলীপ-মুকুলের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল।

হাসপাতালে পড়ে থেকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বৃদ্ধের

হাওড়া, ১৭ আগস্ট (হি স): ফের অমানবিকতার অভিযোগ উঠল হাসপাতালের বিরুদ্ধে। বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের এবার এমনটাই অভিযোগ উঠল হাওড়া হাসপাতালের বিরুদ্ধে। করোনা আবহের পর থেকেই শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠছে অমানবিকতার ছবি।

এবার স্থান হাওড়া হাসপাতাল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

নাগাল্যান্ডে নতুন আক্রান্ত ৬১ জন, সংখ্যা বেড়ে ৩৪৫৫

কোহিমা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে নতুন করে ৬১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সোমবার ৫৭৭টি নমুনা পরীক্ষায় ওই আক্রান্তদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৪৫৫।

নাগাল্যান্ড স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ৩০ জন সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান, ১৪ জন করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে গিয়ে সংক্রমিত, নয়জন বহিঃরাজ্য থেকে ফিরেছেন এবং আটজন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। করোনা আক্রান্ত সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে কোহিমায় ২২ জন এবং ডিমাপুরে রয়েছেন আটজন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের সংস্পর্শে গিয়ে সংক্রমিতদের মধ্যে ডিমাপুরে ১১ জন, জুনহেবতোয় ২ জন এবং কোহিমায় ১ জন রয়েছেন।

বহিঃরাজ্য ফেরত করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ডিমাপুরে ৭ জন এবং কোহিমা ও জুনহেবতোয় ১ জন করে রয়েছেন। এদিকে, করোনা আক্রান্ত ৮ জন স্বাস্থ্য কর্মী ডিমাপুরে বসবাস করেন। নাগাল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এস পাংন্যু ফোমের কথায়, করোনা

ছয়ের পাতায় দেখুন

নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ এন আই টি-ত ওয়বিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। এন আই টি আগরতলায় গত ১৪ আগস্ট ওয়বিনারর আয়াজন করা হয়। ওয়বিনারটির মূল আলাচ্য বিষয় ছিল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং কারিগরী শিক্ষার উপর এর প্রভাব। গত ২৯ শ জলাই, ২০২০ ভারত সরকার নতুন শিক্ষানীতি-২০২০ ঘাষণা কর। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরন্দ্র মাদি নয়া শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আয়াজিত কনক্লভ ভারতবর্ষর অতীতর মহিমান্বিত শিক্ষাব্যবস্থাক পুনরুজ্জীবিত করার কথা উ-ল্লখ করন। এই পরিপ্রক্ষিত ওয়বিনার আলাচনার বিষয়টি বিশষভাব গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়বিনারটিত ভারতবর্ষর বিভিন্ন বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানর অধিকর্তা এবং ডীন অংশগ্রহণ করন। এরমধ্য বিশষভাব উল্লখযাগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হল আই আই টি গৌহাটি, আই আই টি দিল্লি, তজপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তর-পূর্বা'লর এন আই টি সমুহ। ওয়বিনার এন আই টি আগরতলার অধিকর্তা শিক্ষানীতি-২০২০ এর সঠিক মূল্যায়নর জন্য শিক্ষার ক্ষত্র স্বচ্ছতা, কর্মক্ষমতা প্রভ'তি বিষয়র উল্লখ ক-রন। এছাড়াও তিনি দক্ষতা উন্নয়ন, অধ্যয়নগত ইণ্ডাস্ট্রি ইন্টারফস প্রভ'তি বিষয়র উপর আলাচনা ক-রন। আই আই টি গৌহাটির অধ্যাপক ইউ এস দীক্ষিত নতুন শিক্ষানীতির কারিগরী শিক্ষার উপর বহুমুখী প্রভাবর বিষয় আলাচনা করন। তিনি বহুমুখী উচ্চ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিক নতুন শিক্ষানীতির অধী-ন একসঙ্গ কাজ করার কথা উল্লখ করন।

আই আই টি দিল্লির অধিকর্তা ভি রামগাপাল রাও নতুন শিক্ষানীতির ক্ষত্র অধ্যয়ন, গবষণা ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়র উপর আলাচনা করন। তিনি স্টার্ট আপ সংস্কারর উপর বিশষ গুরুত্ব আরাপ করন। এর ফলস্বরূপ নতুন নতুন ধারনা সংযাজনর মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কনস্পচুয়্যাল আইডিয়া ফ্যাক্টরিত পরিণত হব। অধ্যাপক প্রসূন চক্রবর্তী অনুষ্ঠান শষ ধন্যবাদসূচক ভাষণ প্রদান করন। এন আই টি আগরতলার অধিকর্ত ওয়বিনারটিক সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ওয়বিনার অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলক ধন্যবাদ 'াপন করন। এন আই টি আগরতলার অধ্যাপক ও চয়ারম্যান, এ এ এবং আই আর (এলামনি অ্যাফয়ারস এবং ইনস্টিটিউট রিলশন) প্রসূন চক্রবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থাক পদ্ধতিকন্দ্রিক থক শিক্ষার্থী কন্দ্রিক হওয়ার উপর বিশষ গুরুত্ব আরাপ করন।

মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা প্রকল্পের শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ আগষ্ট।। সোমবার বেলা ১২টায় কমলপুর নজরুল ভবনে নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে কমলপুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়িদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা প্রকল্পের শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, ভাইস চেয়ারম্যান স্বপ্না দাস, মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার সরকার সহ অন্যান্যরা।

ঝ/০......করোনা অতিমারির মোকাবেলায় দেশজুড়ে লকডাউন একমাত্র উপায় হিসাবে সামনে আসার প্রেক্ষিতে সমাজের এক বিশাল অংশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্ট্রিট ভ্যানডার সমস্যার মুখোমুখি। পাশাপাশি যুবসমাজের এক বিশাল অংশ কর্মহীন তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা শিবিরের আয়োজন। শিবিরের প্রায় শতাধিক বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার সরকার।

তেলিয়ামুড়া ব্লকে পিএমএওয়াইজি প্রকল্পে ঘর মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ আগষ্ট।। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে ১০৪ জন বেনিফিসারী 'পি এম এ ওয়াই জি' প্রকল্পে ঘর মঞ্জুর হয় ২০১৯ -২০ অর্থ বছরে। এর মধ্যে উত্তর পুলিনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৬ জন বেনিফিসিয়ারি নামে ঘর মঞ্জুরি পায়। এর মধ্যে ২৪ জনের নামে বরাদ্দকৃত টাকা চলে আসে। কিন্তু বাকি ৩২ জনের কোন টাকা না পাওয়ায় তাদের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছে না ব্লক থেকে এমনই দাবি নিয়ে আই এন পি টি দলের তেলিয়ামুড়া ডিভিশনাল 'এজিএস 'রঞ্জিত দেববর্মা নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল। উত্তর পুলিনপুর পঞ্চায়েতে তেলিয়ামুড়া ব্লক আধিকারিক এর নিকট মিলিত হন। আই এন পি টি দলের দাবি এলাকার বেনিফিসারী রা ঘর তৈরি করা শেষ হলেও তাদের ৯৫ দিনের মজুরির টাকা এখনো বকেয়া পড়ে আছে। অতিসত্বর এই টাকাগুলি বেনিফিসারী দের দেওয়ার জন্যই আইএনপিটি দলের প্রতিনিধি দলটি আজ ব্লক আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তবে এ ব্যাপারে ব্লক আধিকারিক জানান ২০১৯/২০অর্থ বর্ষে 'পি এম এ ওয়াই জি' প্রকল্পে তেলিয়ামুড়া ব্লক থেকে ১০৪ জন বেনিফিসারি কে ঘর দেওয়া হয়। এর মধ্যে উত্তর পুলিনপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ৫৬ জন বেনিফিসিয়া। প্রতিটি ঘরের মূল্য ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আর এই টাকা তিন কিস্তিতে দেওয়া হবে। এর সাথেই এই ঘর গুলি কে সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি করতে এম জি এন রেগার মাধ্যমে ৯৫ মেন্ডেজ কাজও দেওয়া হয়েছিল। ঘরের অন্যান্য টাকা পেলেও টেকনিকেল কারণে তাদের এই মজুরি দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি জানান যে অনলাইনে যতক্ষন না বেনিফিসিয়ারির নাম শো করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারর অভিমুখ হচ্ছে স্বনির্ভর রাজ্য গড় তোলা : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। সরকারর অভিমুখ হচ্ছ স্বনির্ভর রাজ্য গড় তোলা। এই লক্ষ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছ। কন্দ্র ও রাজ্য সরকারর উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুফল রাজ্যর মানুষর কাছ পৌঁছ দওয়া হ-চ্ছ। আজ মাহনপুর প'ায়ত সমিতি হল সলাই মশিন ও পাম্পসট বিতরণ অনুষ্ঠানর উদ্বাধন কর শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলন। মাহনপুর প'ায়ত সমিতির উদ্যাগ আজ এক অনুষ্ঠা-ন ৮০টি সলাই মশিন ও ১০০টি পাম্পসট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানর উদ্বাধন কর শিক্ষামন্ত্রী বলন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য মাথাপিছু গড় আয় বড়ছ। সরকার চাইছ মানুষ-ক স্বাবলম্বী কর তুলত।

অনুষ্ঠান ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তর থক মাহনপুর ব্লকর মাহিনীপুর, রাঙ্গাছড়া ও কালাছড়া প'ায়তর ২৩ জন নির্বাচিত সুবিধাভাগীক ১টি কর গাভি এবং ২৩ জন নির্বাচিত সুবিধাভাগী-ক ৫টি কর শূকর ছানা দওয়া হয়। অনুষ্ঠান অন্যান্যদর মধ্য উপস্থিত ছিলন মাহনপুর প'ায়ত সমিতির ভাইস চয়ারম্যান রাকশ দব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদর সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী, মাহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রসূন দ প্রমুখ। উদ্বাধনী অনুষ্ঠান সভাপতিত্ব করন মাহনপুর প'ায়ত সমিতির চয়ারম্যান রীণা দববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখন বিডিও শুভবত ভ-াচার্য।

জম্পইজলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান স্বাধীনতা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। জম্পইজলা মহকুমা প্রশাসনর উদ্যাগ প্রতিবছরর মত এবছরও ১৫ আগস্ট ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়ছ। মহকুমা শাসকর কার্যালয় প্রাঙ্গণ মহকুমা ভিত্তিক উদযাপন অনুষ্ঠান জাতীয় পতাকা উত্তালন করন জম্পইজলা ব্লকর বি এ সি চয়ারম্যান তথা বিধায়ক বীরন্দ্র কিশার দববর্মা। তিনি স্বাধীনতা দিবস পালনর গুরুত্বর কথা তুল ধরন।

অনুষ্ঠান করানা রাগ সংক্রমণ রাধ যাদ্ধা হিসাব ১৯ জন চিকিৎসকক সম্বর্ধনা দওয়া হয়। এছাড়া আইন শৃঙ্খলার ক্ষত্র জম্পইজলার এস ডি পি ও, টাকারজলা ও জম্পইজলা থানার ও সি-ক সম্বর্ধনা দওয়া হয়। করানা রাগ সংক্রমণ প্রতিরাধ প্রচারর জন্য জম্পইজলা মহকুমা তথ্য ও সংস্ক'তি আধিকারিক-ক, রাগ প্রতিরাধ সহায়তা করার জন্য বিধায়ক বীরন্দ্র কিশার দববর্মা, সমাজসবী বজলাল দববর্মা, মহকুমা শাসক স'তি দববর্মা এবং বি ডি ও বরুণ দববর্মাক সম্বর্ধনা দওয়া হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানক সামন রখ টাকারজলা সি এইচ সি, জম্পইজলা পি এইচ সি, থলাকুং পি এইচ সি, দয়ারামপাড়া পি এইচ সি হাসপাতাল ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। টাকারজলা লাম্পা চৌমুহনী ও জম্পইজলা ব্লক টিলার হমচাং ক্লাব প্রাঙ্গণ লবুর সরবত বিতরণ করা হয়।

খোয়াই মহকুমার ভারত-বাংলাদশ সীমান্ত রাত্র চলাচলর উপর বিধিনিষধ আরাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। জনজীবন শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দশ্য খায়াই জলার জলাশাসক ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৯৭৩-র ১৪৪ ধারা অনুযায়ী খায়াই মহকুমার ভারত-বাংলাদশ আন্তর্জাতিক সীমান্তর ৫০০ মিটারর মধ্য রাত ৮টা থক পরর দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত মানুষর চালচলর উপর বিধিনিষধ আরাপ ক-রছন। তব আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ নিয়াজিত সামরিক, আধাসামরিক এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, খায়াই জলার পুলিশ সুপার এবং খায়াই মহকুমার মহকুমা শাসকর জারি করা বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, জরুরী সরকারী কাজ নিয়াজিত সরকারী কর্মচারীগণ এবং অবিলম্ব চিকিৎসা প্রয়াজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষধর আওতার বাইর থাকবন। এই আদশ ১৮ আগস্ট, ২০২০ থক কার্যকর হব এবং তা ১৬ অক্টাবর, ২০২০ পর্যন্ত বলবৎ থাকব। এই আদশ অমান্যকারীদর বিরুদ্ধ আই পি সি'র ১৮৮ ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নওয়া হব।

লংতরাইভ্যালী মহকুমায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। যথাযাগ্য মর্যাদায় লংতরাইভ্যালী মহকুমাত ১৫ আগস্ট ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষ্য জাতীয় পতাকা উত্তালনর মূল অনুষ্ঠানটি আয়াজিত হয় ছৈলংটাস্থিত মহকুমা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণ। ঐখান জাতীয় পতাকা উত্তালন করন ওবিসি কর্পারশনর চয়ারম্যান তাপস মজমদার। অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলন মহকুমা শাসক অমর্ত্য বর্মণ, লংতরাইভ্যালী সরকারী মহাবিদ্যালয়র অধ্যক্ষ মালসওয়ামা ডার্লং প্রমুখ। অনুষ্ঠান গার্ড অফ অনার প্রদান করন ৮ম ব্যাটালিয়ান টি এস আরর জওয়ানগণ এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবশন কর ছৈলংটা দ্বাদশ শ্রণী বিদ্যালয়র ছাত্রছাত্রীরা।

সৌরশক্তি চালিত হিমঘরের উদ্বোধন উদয়পুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগষ্ট।। কৃষকদর আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য গতকাল উদয়পুরর টপানিয়া ব্লকর ছাতারিয়াত সৌরশক্তি চালিত হিমঘরর উদ্বাধন হয়। ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৯৫ টাকা ব্যয় নির্মিত এই হিমঘরর উদ্বাধন করন ক'ষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। তিনি বলন, রাজ্য সরকার ক'ষকদর সার্বিক উন্নয়ন বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ক-র কাজ কর চলছ। এই সৌরশক্তি চালিত হিমঘর তারই একটি উদাহরণ। অনুষ্ঠান অন্যান্যদর মধ্য উপস্থিত ছিলন টপানিয়া প'ায়ত সমিতির চয়ারম্যান ঝর্ণা দাস, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরর অধিকর্তা অরুণ দববর্মা। ব্লক এলাকার ক'ষক ও স্থানীয় জনগণ অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলন। সৌরশক্তি চালিত হিমঘর চালু হওয়ার ফল স্থানীয় ক'ষকরা উপক'ত হবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।